

হিস্নুল মুসলিম

সাদ্দ ইবন আলী আল-কাহ্তানী

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

হিস্নুল মুসলিম

হিস্নুল মুসলিম

কুরআন ও হাদীস থেকে সংকলিত
দৈনন্দিন যিকির ও দু'আর ভাণ্ডার

মূল

সাইদ ইবনে আলী আল-কাহতানী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ মুসা

বি.কম. (অনার্স), এম.কম, এম.এম

গবেষণা কর্মকর্তা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন □ বাংলাবাজার □ মগবাজার

হিস্নুল মুসলিম

মূল : সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

ISBN: 978-984-8808-21-4

AP-85

প্রকাশক

শিরিন, ২৯ মোল্লারটেক

দক্ষিণ খান, ঢাকা।

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১২

তৃতীয় প্রকাশ : মে ২০১৫ :

কম্পোজ ও মুদ্রণ

আহসান কম্পিউটার

মূল্য : আশি টাকা মাত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য । আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই, ক্ষমা চাই । আমরা আমাদের হৃদয়ের দুষ্ট প্রবৃত্তিসমূহ এবং আমাদের মন্দ আচরণ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি । আল্লাহ যাকে সৎ পথে চালান, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই । আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে সৎপথে আনার কেউ নেই । আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই । আমি আরো সাক্ষ্য

দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ
 তাঁর প্রতি, তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ
 এবং কিয়ামত পর্যন্ত যতো লোক এ সৎ
 পথের অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর
 অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من
 الكتاب والسنة.

নামক আমার কিতাব থেকে এই বইটি
 সংক্ষেপ করেছি, বিশেষ করে যিকিরের
 অংশটা, যাতে ভ্রমণ পথে বহন করা সহজ
 হয়। এখানে যিকিরের মূল অংশটা শুধু
 উল্লেখ করেছি। আর যে সকল হাদীসের

কিতাব থেকে তা নেয়া হয়েছে সেগুলোর
বরাত দিয়েছি। আর যিনি সাহাবীগণ
সম্পর্কে অবগত হতে চান অথবা বেশী কিছু
জানতে চান তার মূল কিতাবটি পাঠ করা
উচিত।

মহান আব্বাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি
যেনো তাঁর উত্তম নামসমূহ এবং সর্বোচ্চ
গুণাবলীর মাধ্যমে এই আমল তাঁরই জন্য
খালেস করে নেন। আর এর দ্বারা যেনো
তিনি আমাকে আমার জীবনে ও মরণে
উপকৃত করেন। আর যে ব্যক্তি এ বইখানা
পড়বে অথবা ছাপাবে অথবা এর প্রচারের
কারণ হবে তাকেও যেনো তিনি উপকৃত

করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি পবিত্র, মহান
অভিভাবক এবং সকল কিছুর ওপর
ক্ষমতাবান।

দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর,
তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত
পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ
করবে তাদের ওপরও।

বিনীত

সাইদ ইবনে আলী আল-কাহ্তানী
সফর, ১৩০৯ হিজরী

অনুবাদকের আরম্ভ

যা কিছু চাওয়ার আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে এবং যা পাবার আল্লাহর অনুমোদনক্রমেই পাওয়া যাবে। দু‘আ (دُعَاء) শব্দের অর্থ ডাকা, আবেদন করা, কিছু চাওয়া। আমরা দু‘আ করি, আল্লাহর কাছে কিছু চাই বা তাঁর কাছে কিছু পাবার দরখাস্ত করি, আবেদন করি।

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْۙ

“তোমাদের ঋভু বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো (আমার নিকট আবেদন করো), আমি তোমাদের ডাকে (আবেদনে) সাড়া দেবো” (সূরা মু‘মিন : ৬০)।

কেবল আল্লাহর কাছেই দু'আ করতে হবে
অন্য কিছুর নিকট নয়, তা যতো মহান ও
মহৎই হোক না কেনো। সূরা ফাতিহার
মধ্যে সেই সুরই ধ্বনিত হয়েছে- “আমরা
তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার
কাছেই সাহায্য চাই”। রাসূলুল্লাহ (সা)
বলেন, “হে বৎস! যদি তোমার কিছু
চাওয়ার থাকে তবে আল্লাহর কাছে চাও।
যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। তুমি জেনে
রাখো! গোটা মানবজাতিও যদি তোমার
উপকার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় তবে তারা
তোমার ততটুকু উপকারই করতে পারবে
যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করে

রেখেছেন। অপরদিকে তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় তবে তোমার ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করে রেখেছেন” (তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)।

বিনীত হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে দু‘আ করতে হবে। দু‘আ কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না। দু‘আ কবুল হয়নি এমনটিও ভাবা যাবে না। বান্দার জন্য কখন কোন্ জিনিস প্রয়োজনীয় ও উপকারী, আবার তার কাক্ষিত কোন্ জিনিস অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর তা তিনিই ভালো জানেন এবং তদনুযায়ী তা বরাদ্দ করেন বা স্থগিত রাখেন।

দু'আ কখনো বিফল হয় না। বান্দা যা তৎক্ষণাৎ চায় হয়তো তার কল্যাণের দিক বিবেচনা করে তা বিলম্বে দেয়া হয় অথবা বিকল্প কিছু দেয়া হয় অথবা ঐ দু'আর বরকতে বান্দার এমন বিপদ দূর করা হয় যার কল্পনাও সে করেনি। সর্বোপরি দু'আর মাধ্যমে কাক্ষিত জিনিস না পাওয়া গেলেও বান্দার আমলনামায় তার সওয়াব লেখা হয়।

দু'আ-দরুদ পড়ার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করে নেয়ার প্রয়োজন নেই। শয়নে-স্বপনে উঠায়-বসায়, জাগরণে, যানবাহনে চলাকালে, ক্ষেতে-খামারে, কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সদা-সর্বদা দু'আ-দরুদ পড়তে

মশগুল থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে,
'সময়' অতি মূল্যবান সম্পদ। যে দিনটি
আমার কাছ থেকে চলে যায় সেটি আর
কখনো ফিরে পাওয়া যায় না।

“নামায পড়া শেষ হলে তোমরা পৃথিবীর
বুকে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান
করো এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির
করো, তাতে তোমরা সফলকাম হতে
পারবে” (সূরা আল-জুমু‘আ : ১০)।

দৃষ্টি আকর্ষণ

- ০ অর্থ জেনে আরবীতে দু'আ পড়বেন ।
- ০ আরবী মুখস্থ করা সম্ভব না হলে দু'আর অর্থ মুখস্থ করে তা পড়ুন । তাতে একই সমান বরং বেশি উপকার হবে ।
- ০ আরবীর 'বাংলা উচ্চারণ' দেয়া হয়েছে । কিন্তু তা না পড়াই উত্তম । কারণ তাতে উচ্চারণে ভুল হওয়ায় অর্থের মারাত্মক বিকৃতি ঘটে ।
- ০ অবসরে ও কাজে রত অবস্থায় দু'আ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন ।
- ০ বিনীতভাবে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ সহকারে দু'আ করুন ।

দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত
যেসব মুহূর্তে দু'আ কবুল হওয়ার আশা করা
যায় তা হচ্ছে— কদরের রাতে, আরাফাতের
ময়দানে ৯ম যুলহিজ্জা, গোটা রমায়ান
মাসে, জুমু'আর রাতে, রাতের শেষ
তৃতীয়াংশে, জুমু'আর নামাযের ওয়াক্তে এবং
ফরয নামাযসমূহের পরে ।

যেসব অবস্থায় দু'আ কবুল হয়

নামাযের আযান চলাকালে, আযান-
ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, যুদ্ধ চলাকালে,
সিজদার মধ্যে, কুরআন তিলাওয়াতের পর
এবং তা খতম করার পর, যমযমের পানি
পানরত অবস্থায়, লাশের সামনে উপস্থিতির

সময়, মোরগের ডাকের সময়, মুসলমানদের
মজলিসে একত্র অবস্থায়, যিকির ও
আলোচনা সভায়, মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ
করে দেয়ার সময় এবং নামাযের ইকামত
চলাকালে, বৃষ্টি বর্ষণের সময়, কা'বা ঘর
দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় ।

যেসব স্থানে দু'আ কবুল হয়

হাসান বসরী (র)-এর মতে নিম্নোক্ত
স্থানসমূহে দু'আ কবুল হয়— কা'বা ঘরের
ভেতরে ও বাইরের সব স্থানে, সাফা ও
মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে, মাকামে ইবরাহীমের
পেছনে, আরাফাতে, মুযদালিফায়, মিনায় ও
তিন জামরায় ।

যেসব লোকের দু'আ কবুল হয়

বিপদগ্রস্ত ও অত্যাচার নির্যাতনের শিকার
ব্যক্তি, পিতা-মাতা, ন্যায়পরায়ণ শাসক,
ধার্মিক লোক, মুসাফির, রোযাদার, কোনো
মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার জন্য অপর
মুসলমানের দু'আ, হজ্জে সফররত ব্যক্তি,
রুগ্ন ব্যক্তি ও দীন ইসলামের প্রচার-
প্রসারেরত ব্যক্তি ।

সূচিপত্র

□ যিকিরের ফযীলত-৩৫

□ যিকির ও দু'আসমূহ-৪৭

১. ঘুম থেকে জেগে উঠে পড়ার দু'আ-৪৭

২. পোশাক পরিধানের দু'আ-৬২

৩. নতুন পোশাক পরিধানের দু'আ-৬৩

৪. কাপড় খুলে রাখার সময় কি বলবে-৬৪

৫. পায়খানায় প্রবেশের দু'আ-৬৫

৬. পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ-৬৬

৭. উযূর দু'আ-৬৬

৮. উযূর শেষে যে দু'আ পড়বে-৬৭

৯. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ-৬৯

১০. ঘরে প্রবেশের দু'আ-৭১

১১. সদা-সর্বদা পড়ার দু'আ-৭২
১২. মসজিদে প্রবেশের দু'আ-৭৬
১৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ-৭৭
১৪. আযানের দু'আসমূহ-৭৮
১৫. তাকবীরে তাহরীমার পরের দু'আ-৮২
১৬. রুকু'র দু'আ-১০২
১৭. রুকু থেকে উঠার দু'আ-১০৬
১৮. সিজদার দু'আ-১০৭
১৯. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দু'আ-১১৩
২০. সিজদার আয়াত পড়ার পর সিজদায় দু'আ-১১৫
২১. তাশাহুদ-১১৭
২২. তাশাহুদের পর দরুদ পাঠ-১১৯
২৩. দু'আ মাছুরা-১২৩

২৪. সালাম ফিরানোর পর দু'আ-১৪১
২৫. আয়াতুল কুরসী-১৫০
২৬. ইসতিখারার দু'আ-১৫৫
২৭. সালাতুল হাজাত-১৬০
২৮. অত্যধিক নেকী লাভের দু'আ-১৬৩
২৯. ভোরবেলা পড়ার দু'আ-১৬৫
৩০. সায্যিদুল ইসতিগফার-১৬৯
৩১. ভোরবেলা যে দু'আ তিনবার বলবে-১৮৬
৩২. ঘুমানোর দু'আ-১৯৪
৩৩. শয়ন করার দু'আ-২০৫
৩৪. বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তনের দু'আ-২১৪
৩৫. ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে নিম্নোক্ত দু'আ
পড়বে-২১৬

৩৬. স্বপ্ন দেখে যা বলবে-২১৭

৩৭. কুনূতে নায়েলা-২১৮

৩৮. দু'আ কুনূত-২২১

৩৯. বিপদগ্রস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির
দু'আ-২২৭

৪০. শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাতকালে
দু'আ-২৩৩

৪১. ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তির
জন্য দু'আ-২৪৯

৪২. ঋণ পরিশোধের দু'আ-২৫১

৪৩. নামাযে শয়তানের উৎপাতে পতিত
ব্যক্তির দু'আ-২৫৪

৪৪. কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির দু'আ-২৫৫

৪৫. পাপ কাজ হয়ে গেলে যা বলবে এবং
যা করবে-২৫৬

৪৬. শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা দূরকারী
দু'আ-২৫৬

৪৭. সম্ভান লাভকারীকে অভিনন্দন-২৫৭

৪৮. অভিনন্দনের জবাবে বলবে-২৫৮

৪৯. সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে শিশুদের রক্ষার
দু'আ-২৫৯

৫০. রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ-২৬০

৫১. রোগী দেখতে যাওয়ার ফযীলত-২৬২

৫২. মুমূর্ষু রোগীর দু'আ-২৬৩

৫৩. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া-২৬৪

৫৪. যে কোনো বিপদে পতিত ব্যক্তির দু'আ-২৬৪

৫৫. মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার দু'আ-২৬৫
৫৬. জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ-২৬৭
৫৭. কবরে লাশ রাখার দু'আ-২৭২
৫৮. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ-২৭৩
৫৯. কবর যিয়ারতের দু'আ-২৭৪
৬০. ঝড়-তুফানে যে দু'আ পড়তে হবে-২৭৫
৬১. মেঘের গর্জন শুনে পড়বে-২৭৭
৬২. বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আসমূহ-২৭৮
৬৩. বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ-২৮১
৬৪. বৃষ্টি বর্ষণের পর দু'আ-২৮১
৬৫. অতিবৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ-২৮২
৬৬. নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়বে-২৮৩

৬৭. ইফতারের সময় দু'আ-২৮৪
৬৮. খাওয়ার পূর্বে দু'আ-২৮৬
৬৯. দুধ পান করলে সে যেনো বলে-২৮৮
৭০. আহার শেষে দু'আ-২৮৮
৭১. আহারের আয়োজনকারীর জন্য
মেহমানের দু'আ-২৯০
৭২. হাঁচি দিয়ে যা বলতে হয়-২৯২
৭৩. নব-দম্পতির জন্য দু'আ-২৯৩
৭৪. স্ত্রী-সহবাসের পূর্বের দু'আ-২৯৪
৭৫. ক্রোধ দমনের দু'আ-২৯৫
৭৬. বিপন্ন লোক দেখে মনে মনে যে দু'আ
পড়তে হয়-২৯৫
৭৭. মজলিসে যে দু'আ পড়তে হয়-২৯৭

৭৮. বৈঠকের কাফ্যারা (ক্ষতিপূরণ)-২৯৮

৭৯. যা দ্বারা বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়-২৯৯

৮০. সদাচরণকারীর জন্য দু'আ-৩০০

৮১. দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'আ-৩০১

৮২. আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা পোষণকারীর জন্য দু'আ-৩০২

৮৩. কেউ কিছু দান করলে তার জন্য দু'আ-৩০২

৮৪. শিরক থেকে আত্মরক্ষার দু'আ-৩০৩

৮৫. অশুভ লক্ষণ থেকে রক্ষার দু'আ-৩০৪

৮৬. পণ্ড ক্রয়ের সময় দু'আ-৩০৫

৮৭. যানবাহনে আরোহণের দু'আ-৩০৬
৮৮. সফরের দু'আ-৩০৯
৮৯. গ্রাম বা শহরে প্রবেশের দু'আ-৩১৩
৯০. বাজারে প্রবেশের দু'আ-৩১৫
৯১. বাড়ির লোকজনের জন্য মুসাফিরের
দু'আ-৩১৭
৯২. মুসাফিরের জন্য বাড়ির লোকজনের
দু'আ-৩১৮
৯৩. উঁচু ও নীচু স্থানে উঠা-নামার দু'আ-৩১৮
৯৪. আনন্দদায়ক কিছু দেখলে-৩১৯
৯৫. নবী (সা)-এর উপর দরুদ পাঠের
ফযীলত-৩২০
৯৬. সালামের প্রসার-৩২৪

৯৭. যাকে তুমি গালি দিয়েছো তার জন্য
দু'আ করো-৩২৬

৯৮. হজ্জ ও উমরার তালবিয়াহ-৩২৮

৯৯. হাজারে আসওয়াদের সামনে তাকবীর
বলা-৩২৯

১০০. সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে যা পড়বে-৩৩১

১০১. আরাফাতের দু'আ-৩৩৪

১০২. মুজদালিফায় পাঠ করার দু'আ-৩৩৫

১০৩. প্রতিটি জামরায় কংকর নিক্ষেপকালে
তাকবীর বলা-৩৩৬

১০৪. আশ্চর্যজনক ও আনন্দজনক কিছু
দেখে যা বলবে-৩৩৭

১০৫. আনন্দদায়ক কোন সংবাদ আসলে যা
বলবে-৩৩৮

১০৬. শরীরে ব্যথা অনুভব করলে বলবে-৩৩৮
১০৭. ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় যা বলবে-৩৪০
১০৮. কুরবানী করার সময় বলবে-৩৪০
১০৯. শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করলে যা বলবে-৩৪১
১১০. ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা-৩৪৪
১১১. তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীল-এর ফযীলত-৩৪৭
১১২. নবী (সা)-এর তাসবীহ পাঠ-৩৫৪
১১৩. আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-র দু'আ-৩৫৭
১১৪. পার্থিব উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির দু'আ-৩৫৮

১১৫. ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ-৩৫৮
১১৬. ভুল-ক্রটি ও বিপদমুক্ত থাকার দু'আ-৩৬০
১১৭. বিপদে ধৈর্যধারণের দু'আ-৩৬২
১১৮. অত্যাচারী যালেমদের সহযোগী না হওয়ার দু'আ-৩৬৩
১১৯. হযরত ইউনুস (আ)-এর দু'আ-৩৬৪
১২০. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মাহুঁর আশ্রয় প্রার্থনা-৩৬৪
১২১. ঈমানের উপর অবিচল থাকার দু'আ-৩৬৫
১২২. ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা ও বিদ্বেষমুক্ত অন্তর কামনা করা-৩৬৬
১২৩. কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করা-৩৬৭

১২৪. হযরত ঈসা (আ)-এর সাথীদের
দু'আ-৩৬৮
১২৫. হযরত নূহ (আ)-এর দু'আ-৩৬৯
১২৬. হযরত যাকারিয়া (আ)-এর (সন্তান
লাভের) দু'আ-৩৬৯
১২৭. দয়াময়ের বান্দাদের উত্তম বংশধর
কামনা করা-৩৭১
১২৮. জ্ঞানবান বান্দাদের দু'আ-৩৭১
১২৯. হযরত সুলায়মান (আ)-এর দু'আ-৩৭৪
১৩০. কৃতজ্ঞ বান্দার আকুতি-৩৭৫
১৩১. দু'আ কেন কবুল হয় না-৩৭৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

যিকিরের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন :

فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوا لِيْ وَلَا
تَكْفُرُوْنَ.

(ফায্‌কুরুনী আয্‌কুর্‌কুম ওয়াশ্‌কুরূ লী
ওয়ালা তাকফুরূন।)

“অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো।
আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। আর
তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো

এবং আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না” (সূরা
আল-বাকারা-১৫২)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا
كَثِيرًا.

(ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূয্ কুরুল্লাহা
যিকরান কাছীরা।)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে
অধিক পরিমাণে স্মরণ করো” (সূরা
আহযাব-৪১)।

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

(ওয়ায্যাকিরীনালাহা কাছীরান ওয়ায্যা-
কিরাতি আয়াদালাহ্ লাহ্ম মাগফিরাতাও
ওয়া আজরান ‘আযীমা) ।

“আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী
পুরুষ ও নারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও
বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন” (সূরা
আহযাব-৩৫) ।

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً
وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

(ওয়ায্কুর রাব্বাকা ফী নাফসিকা
তাদাররু‘আন ওয়া খীফাতান্ ওয়া দূনাল

জাহ্রি মিনাল কাওলি বিলগুদুবি ওয়াল
আসালি ওয়ালা তাকুম মিনাল গাফিলীন) ।

“তুমি তোমার প্রভুকে স্মরণ করো মনে মনে
(গোপনে) দীনতার সাথে ও ভীতিসহকারে
এবং সরবে নয়, নীরবে, সকাল-সন্ধ্যায়
(সর্বক্ষণ) । আর তোমরা উদাসীনদের
অন্তর্ভুক্ত হয়ো না” (সূরা আল-আ‘রাফ-২০৫) ।

“আল্লাহর যিকির করা হলে যাদের অন্তর
কেঁপে ওঠে বিগলিত হয় তারাই ঈমানদার”
(সূরা আনফাল : ২) ।

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَأَنَّهُمْ

لَيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ
 أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.

“যে ব্যক্তি দয়াময় রহমানের যিকির থেকে
 বিমুখ হয় আমি তার জন্য একটি শয়তান
 নিয়োগ করি। সে হয়ে যায় তার সাথী। এই
 শয়তানেরা লোকজনকে সৎপথ থেকে
 ফিরিয়ে রাখে। অথচ মানুষেরা মনে করে
 যে, তারা সৎপথপ্রাপ্ত” (সূরা যুখরুফ :
 ৩৬-৩৭)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
 “যে ব্যক্তি তার রবের যিকির (স্মরণ) করে,
 আর যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে না,
 তারা যেনো জীবিত ও মৃত” (সহীহ বুখারী)।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন : “যে বাড়িতে আল্লাহর যিকির হয় এবং যে বাড়িতে তা হয় না, তার দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতপুরী” (বুখারী, ফাতহুল বারী-১১/২০৮)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা জানাবো না, যা তোমাদের প্রভুর কাছে অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, (আল্লাহর পথে) সোনা-রূপা ব্যয় করার তুলনায় উত্তম এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা এবং তারা তোমাদের হত্যা করার চাইতেও অধিকতর শ্রেয়? সাহাবীগণ

বললেন, হাঁ। তিনি (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার যিকির (তিরমিযী-৫/৪৫৯, ইবনে মাজা-২/১৬৪৫, সহীহ ইবনে মাজা-২/৩১৬, সহীহ তিরমিযী-৩/১৩৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার

দিকে আধা হাত আগায় তাহলে আমি তার
দিকে আগাই এক হাত। সে এক হাত
এগিয়ে এলে আমি তার দিকে দু'হাত
এগিয়ে আসি। সে যদি আমার দিকে হেঁটে
আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই
(বুখারী-৮/১৭১, মুসলিম-৪/২০৬১)।

আবদুল্লাহ ইবনে বুহর (রা) থেকে বর্ণিত।
এক ব্যক্তি আরম্ভ করলো, হে আল্লাহর
রাসূল! ইসলামের বিধিবিধান আমার জন্য
বেশী হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে
এমন একটি বিষয়ের খবর দিন, যা আমি
শক্ত করে আঁকড়ে ধরবো। রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

“তোমার জিহ্বা যেনো সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে সজীব থাকে” (তিরমিযী-৫/৪৫৮, ইবনে মাজা-২/১৬৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বিনিময়ে একটি নেকী পায়; আর একটি নেকী হবে দশটি নেকীর সমান। আমি আলিফ, লাম ও মীমকে একটি হরফ বলছি না। বরং ‘আলিফ’ একটি হরফ, ‘লাম’ একটি হরফ এবং ‘মীম’ একটি হরফ” (তিরমিযী-৫/১৭৫, সহীহ জামে সগীর-৫/৩৪০)

উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন,
'রাসূলুল্লাহ (সা) বের হলেন। আমরা তখন
সুফ্ফায় (মসজিদে নববীর আঙ্গিনায়)
অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন,
তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে প্রতিদিন
সকালে বুতহান অথবা আকীক উপত্যকায়
গিয়ে সেখান থেকে কোনো প্রকার পাপ বা
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া উঁচু
কুঁজবিশিষ্ট দু'টো উট নিয়ে আসতে পছন্দ
করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!
আমরা তা পছন্দ করি। তিনি বললেন :
তোমরা কি এরূপ করতে পারো না যে,
সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহর

কিতাব থেকে দু'টো আয়াত শিক্ষা দিবে
অথবা পড়বে। এটা তার জন্য দু'টো উটের
তুলনায় উত্তম। এভাবে আয়াতের সংখ্যা
উটের সংখ্যা থেকে উত্তম হবে (মুসলিম-১/৫৫৩)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি কোনো
স্থানে বসে আল্লাহর যিকির করে না, তার
সে বসা আল্লাহর নিকট থেকে নৈরাশ্য
ডেকে আনে। আর যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে
আল্লাহর যিকির করে না, তার সেই শয়নও
আল্লাহর কাছে তার জন্য নৈরাশ্যজনক
(আবু দাউদ-৪/২৬৪)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেন : যদি কোনো দল কোন বৈঠকে বসে

আল্লাহর যিকির না করে এবং তাদের নবীর
ওপর দরুদও পাঠ না করে তাহলে তাদের
সেই বৈঠক তাদের পক্ষে হতাশাজনক।
আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন
অথবা তাদের ক্ষমা করবেন (তিরমিযী,
৩/১৪০)।

যেসব লোক এমন কোনো বৈঠকে
অংশগ্রহণের পর উঠে আসে যেখানে
আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না, তারা
যেনো গাধার লাশের স্তূপ থেকে উঠে
আসে। এরূপ মজলিস তাদের জন্য
হতাশাব্যঞ্জক” (আবু দাউদ-৪/২৬৪,
আহমাদ-২/৩৮৯)।

যিকির ও দু‘আসমূহ

১. ঘুম থেকে জেগে উঠে পড়ার দু‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا
وَإِلَیْهِ النُّشُورُ.

(আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা‘দা
মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশূর)।

(১) “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি
আমার (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাকে
জীবিত করলেন। তাঁরই নিকট সকলের
পুনরুত্থান হবে” (বুখারী-ফাতহুল বারী-
১১/১১৩, মুসলিম-৪/২০৮৩)।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেন : যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে
উঠে নিম্নের দু'আগুলো পাঠ করে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা
লাহু। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া
হুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর।
সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার, ওয়ালা
হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল
আলিয়্যিল আযীম) ।

(২) আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি
একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব ও
সকল প্রশংসা তাঁর জন্য এবং তিনি সকল
বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান । আল্লাহ পবিত্র ও
মহান এবং সকল প্রশংসা তাঁরই । আল্লাহ
ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ সুউচ্চ
সুমহান । আল্লাহ ছাড়া পাপ কাজ থেকে দূরে
থাকার এবং সৎকাজ করার কারো কোনো
শক্তি নেই ।

তারপর বলবে—

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

(রাব্বিগফির লী) ।

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো ।

তখন তাকে ক্ষমা করা হয় বা দু'আ করলে
তা কবুল হয় (বুখারী, ফাতহুল বারী-৩/৩৯,
ইবনে মাজা-/৩৩৫) ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي فِيْ جَسَدِيْ
وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَاٰذَنَ لِيْ بِذِكْرِهِ.

(আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী ফী
জাসাদী ওয়ারদা আলাইয়্যা রুহী ওয়া
আযিনা লী বিযিক্রিহি) ।

(৩) সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি
আমার দেহকে সুস্থ রেখেছেন, আমার রুহ
আমাকে ফেরত দিয়েছেন এবং আমাকে

তাঁর যিকির করার সুযোগ দিয়েছেন
(তিরমিযী-৫/৪৭৩)।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَنَكَ فَقْنَا عَذَابَ
النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ
أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيُ
لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا بِرَبِّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكْفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ رَبَّنَا وَاتِنَا مَا
وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنِّي لَا اُضِيعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اَنْتِ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَاَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي
 سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ط
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. لَا يَغْرَنَّكَ
 تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ط مَتَاعٌ
 قَلِيلٌ قَدْ تُمَّ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ
 الْمِهَادُ. لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ
 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ

فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ط وَمَا عِنْدَ
 اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا
 أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ
 بَايَةَ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا
 وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا قَدْ وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُونَ.

(ইন্নী ফী খল্কিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি
 ওয়াখ্‌তিলারফিল্ লাইলি ওয়ান্নাহারি
 লাআয়াতিল্ লিউলিল্ আল্‌বাব । আল্লাযীনা
 ইয়ায়্কুরূনাল্লাহা কিয়ামাও ওয়াকূউ‘দাও
 ওয়া‘আলা জুনূবিহিম ওয়াইয়াতাফাক্করূনা
 ফী খলকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি,
 রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান,
 সুব্‌হানাকা ফাকিনা ‘আযাবান্ নার । রব্বানা
 ইন্নাকা মান তুদখিলিন্ নারা ফাকদ
 আখ্‌যাইতাহ্‌, ওয়ামা লিয্যালিমীনা মিন
 আনসার । রব্বানা ইন্নানা সামি‘না
 মুনাদিইয়াইয়ূনাদী লিলঈমানি আন্ আমিনূ
 বিরব্বিকুম ফাআমান্না । রব্বানা ফাগফির
 লানা যুনূবানা ওয়াকাফ্‌ফির ‘আন্না
 সাযিয়াআতিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা‘আল

আব্রার । রব্বানা ওয়া আতিনা মা
 ওয়া'আদতানা 'আলা রুসুলিকা ওয়ালা
 তুখ্বিনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি, ইন্নাকা লা
 তুখলিফুল মী'আদ । ফাস্তাজাবা লাহম
 রব্বুলহম আন্নী লা উদী'উ আমালা 'আমিলিম্
 মিনকুম মিন যাকারিন আও উনছা, বা'দুকুম
 মিম বা'দ, ফাল্লাযীনা হাজারু ওয়া উখরিজু
 মিন দিয়ারিহিম ওয়া 'উযু ফী সাবীলী ওয়া
 কাতালু ওয়া কুতিলু লাউকাফ্ফিরান্না
 'আন্হম সাযিয়াআতিহিম ওয়ালাউদখিলান্নাহম
 জান্নাতিন্ তাজরী মিন তাহ্তিহাল আন্হারু,
 ছাওয়াবাম্ মিন 'ইনদিল্লাহি, ওয়াল্লাহ্ ইনদাহ্
 হসনুছ ছাওয়াব । লা ইয়াগুররান্নাকা
 তাকল্লুবুল্লাযীনা কাফারু ফিল্ বিলাদ ।

মাতা'উন কালীলুন ছুয়া মা'ওয়াহুম
 জাহান্নামু ওয়া বি'সাল মিহাদ।
 লাকিনিলাযীনাভাকাতাও রব্বাহুম লাহুম
 জান্নাতুন তাজরী মিন তাহতিহাল আনহারু
 খালিদীনা ফীহা নুযুলাম্ মিন ইনদিলাহি
 ওয়ামা ইন্দাল্লাহি খইরুল লিল্ আব্রার।
 ওয়াইন্না মিন আহ্লিল কিতাবি লামাইয়ু'মিনু
 বিলাহি ওয়ামা উন্যিলা ইলাইকুম ওয়ামা
 উনযিলা ইলাইহিম খাশিঈনা লিল্লাহি লা
 ইয়াশতারুনা বিআয়াতিলাহি ছামানান্
 কালীলা। উলাইকা লাহুম আজ্জুহুম 'ইন্দা
 রব্বিহিম। ইন্নালাহা সারী'উল হিসাব। ইয়া
 আয্যুহাল্লাযীনা আমানুস্বিরু ওয়াসাবিরু ওয়া
 রাবিতু ওয়াত্তাকুল্লাহা লা'আল্লাকুম তুফলিহুন)।

(৪) আল্লাহর বাণী, “নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে— যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং চিন্তা করে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে) হে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র। আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে অবশ্যই অপমানিত করলে। আর যালেমদের জন্য তো কোনো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রভু! আমরা নিশ্চয়ই শুনেছি

একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি
আহ্বান করতে : তোমাদের প্রভুর উপর
ঈমান আনো। অতএব আমরা ঈমান
এনেছি। হে আমাদের প্রভু! আমাদের সকল
গুনাহ মাফ করে দাও, আমাদের থেকে
আমাদের মন্দ কাজসমূহ দূরীভূত করো এবং
আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।
হে আমাদের প্রভু! যা তুমি ওয়াদা করেছো
তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে তা আমাদের
দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে
অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা
খেলাফ করো না। অতঃপর তাদের প্রভু
তাদের জবাব দিলেন আমি তোমাদের
কোনো (পুরুষ বা নারীর) পরিশ্রম নষ্ট করি

না। তোমরা পরস্পর এক। অতএব যারা
হিজরত করেছে; যাদেরকে নিজেদের দেশ
থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে
নির্যাতন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা
লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, অবশ্যই
আমি তাদের পাপসমূহ দূরীভূত করবো এবং
অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবো
যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটা
হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার। আর
আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম পুরস্কার।
দেশে দেশে কাফেরদের অবাধ বিচরণ যেনো
তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এ হলো অল্প
কালের সুবিধা, এরপর তাদের ঠিকানা হবে
দোযখ। আর সেটা হলো অতি নিকৃষ্ট

বিশ্রামস্থল । কিন্তু যারা নিজেদের প্রভুকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত । সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে । আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম । আর আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর নাযিল হয়, আর যা কিছু তাদের উপর নাযিল হয়েছে সেগুলোর উপরও ঈমান আনে, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর বাণীসমূহকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে না, তারাই হলো সেইসব লোক যাদের

জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকো আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো” (সূরা আল ইমরান-১৯০-২০০, বুখারী-ফাতহুল বারী-৮/২৩৫, মুসলিম-১/৫৩০)।

২. পোশাক পরিধানের দু‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَانِیْ هَذَا (الثَّوْبَ)
وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَا قُوَّةَ.

(আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়া
রযাকনীহি মিন্ গইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা
কুওওয়াতিন) ।

(৫) “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি
আমাকে এটা পরিধান করিয়েছেন এবং
আমার শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে
এটা দান করেছেন” (আবু দাউদ, তিরমিযী,
ইবনে মাজা) ।

৩. নতুন পোশাক পরিধানের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ
اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ.
وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

(আল্লাহ্‌মা লাকাল-হামদু আনতা
কাসাওতানীহি। আস্‌আলুকা মিন খইরিহি
ওয়া খইরি মা সুনি'আ লাহ্‌। ওয়া আ'উযু
বিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনি'আ লাহ্‌)।

(৬) “হে আল্লাহ্‌! তোমারই জন্য সকল
প্রশংসা। তুমিই এ পোশাক আমাকে
পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে
নিহিত কল্যাণ ও এটি যে উদ্দেশ্যে তৈরী
করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করি।
আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরীর অনিষ্ট
থেকে তোমার আশ্রয় চাই” (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

৪. কাপড় খুলে রাখার সময় কি বলবে?

بِسْمِ اللَّهِ
বিস্মিল্লাহি।

(৭) 'বিস্মিল্লাহ- আদ্বাহর নামে খুলে রাখলাম' (তিরমিযী-২/৫০৫)।

৫. পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

(বিস্মিল্লাহি আদ্বাহুয়া ইন্নী আউ'যু বিকা
মিনাল খুবুসি ওয়ালখাবাইসি)।

(৮) “আদ্বাহর নামে। হে আদ্বাহ! আমি
তোমার নিকট জিন অপবিত্র নর ও নারীর
(অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় চাই” (বুখারী-১/৪৫,
মুসলিম ১/২৮৩)।

৬. পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু‘আ

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي
الْأَذَى وَعَافَنِي.

(গুফরানাকা। আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী
আযহাবা আন্নি-আযা ওয়া আফানী)।

(৯) “হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা
প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য,
যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত
করেছেন এবং আমাকে ক্ষমা করেছেন”
(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

৭. উষুর দু‘আ

بِسْمِ اللَّهِ

‘বিস্মিল্লাহ’ বলে উযু শুরু করতে হবে।

(১০) (আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও আহমাদ)।

৮. উয়ূর শেষে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(আশ্হাদু আল্লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু
লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না
মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু)।

(১০) “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া
কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো
শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে,
মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল”
(মুসলিম-১/২০৯)।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ
مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

(আল্লাহুম্মাজ্জআলনী মিনাত্ তাওওয়াবীনা
ওয়াজ্জআলনী মিনাল মুতাতাহহিরীন) ।

(১১) “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে
তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং
পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করো”
(তিরমিযী-১/৭৮) ।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

(সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা

আশ্হাদু আল্লা 'ইলাহা ইল্লা আনতা
আস্তাগফিরুকা ওয়াআতুবু ইলাইকা)।

(১২) “হে আল্লাহ! আমি তোমার
প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা ও মহিমা
ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি
ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তোমার কাছে
ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট
তওবা করি” (নাসায়ী-১৭৩)।

৯. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু‘আ

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

(বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আল্লাল্লাহি
ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।

(১৩) “আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কোনো শক্তি নেই অসৎ কাজ থেকে রক্ষা পাবার এবং সৎ কাজ করার” (আবু দাউদ-৪/৩২৫, তিরমিযী-৫/৪৯০)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَ
أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ
أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

(আল্লাহ্‌ন্বা ইন্নী আউযু বিকা আন আদিল্লা
আও উদাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা আও
আয়লিমা আও উযলামা আও আজহালা
আও ইযুজহালা ‘আলাইয়্যা)।

(১৪) “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অন্যকে পথভ্রষ্ট করা থেকে অথবা নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, পদস্থলিত করা অথবা পদস্থলিত হওয়া থেকে, নির্যাতন করা থেকে অথবা নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং মূর্খতাসুলভ আচরণ করা থেকে বা পাওয়া থেকে” (তিরমিযী-৩/১৫২; ইবনে মাজা-২/৩৩৬)।

১০. ঘরে প্রবেশের দু‘আ

بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا
وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

(বিস্মিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়াবিস্মিল্লাহি
খারাজনা ওয়া আলা রব্বিনা তাওয়াক্কাল্না)।

(১৫) “আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি”। অতঃপর ঘরের লোকজনকে সালাম দিবে (আবু দাউদ-৪/৩২৫)।

১১. সদা-সর্বদা পড়ার দু’আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّ فِيْ
 لِسَانِيْ نُوْرًا وَّ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّ فِيْ
 بَصَرِيْ نُوْرًا وَّ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّ مِنْ
 تَحْتِيْ نُوْرًا وَّ عَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَّ عَنْ
 شِمَالِيْ نُوْرًا وَّ مِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّ مِنْ

خَلْفِي نُورًا ۖ وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا
وَعَظْمًا لِي نُورًا ۖ وَاجْعَلْ لِي نُورًا
وَاجْعَلْنِي نُورًا. اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِي نُورًا
وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا ۖ وَفِي لَحْمِي
نُورًا ۖ وَفِي دَمِي نُورًا ۖ وَفِي شَعْرِي نُورًا
ۖ وَفِي بَشْرِي نُورًا. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا
فِي قَبْرِي ۖ وَنُورًا فِي عِظَامِي ۖ وَزِدْنِي
نُورًا ۖ وَزِدْنِي نُورًا ۖ وَزِدْنِي نُورًا ۖ وَهَبْ لِي
نُورًا عَلٰى نُورٍ.

(আব্বাহুয্যাজ্‘আল ফী কালবী নূরান ওয়া ফী
লিসানী নূরান, ওয়া ফী সাম্ঈ নূরান, ওয়া
ফী বাসরী নূরান, ওয়া মিন ফাওকী নূরান,
ওয়া মিন তাহ্তী নূরান, ওয়া আন ইয়ামীনী
নূরান, ওয়া ‘আন শিমালী নূরান, ওয়া মিন
আমামী নূরান, ওয়া মিন খল্ফী নূরান,
ওয়াজ্‘আল ফী নাফসী নূরান ওয়া ‘আযযিম
লী নূরান, ওয়াজ্‘আল্লী নূরান,
ওয়াজ্‘আলনী নূরান, আব্বাহুয্য আতিনী
নূরান, ওয়াজ্‘আল ফী ‘আসবী নূরান, ওয়া
ফী লাহ্মী নূরান, ওয়া ফী দামী নূরান, ওয়া
ফী শা‘রী নূরান, ওয়া ফী বাশারী নূরান,
আব্বাহুয্যাজ্‘আল লী নূরান ফী কাব্বরী ওয়া
নূরান ফী ‘ইয়ামী [ওয়া যিদনী নূরান,

ওয়াযিদনী নূরান, ওয়া যিদনী নূরান ওয়া
হাবলী নূরান ‘আলা নূর) ।

(১৬) “হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর
দান করো, আমার যবানে নূর দান করো,
আমার শ্রবণ শক্তিতে নূর দান করো, আমার
দর্শন শক্তিতে নূর দান করো, আমার উপরে
নূর দান করো, আমার নীচে নূর দান করো,
আমার ডানে নূর দান করো, আমার বামে
নূর দান করো, আমার সামনে নূর দান
করো, আমার পেছনে নূর দান করো, আমার
আত্মায় নূর দান করো, আর নূরকে আমার
জন্য মাহাত্ম্যপূর্ণ করো, আমার জন্য নূর
নির্ধারণ করো, আমাকে জ্যোতির্ময় করো ।
হে আল্লাহ! আমাকে জ্যোতি দান করো,

আমার বাহুতে জ্যোতি দান করো, আমার
 গোশতে নূর দান করো, আমার রক্তে নূর
 দান করো, আমার চুলে নূর দান করো ও
 আমার চামড়ায় নূর দান করো। হে আল্লাহ!
 আমার জন্য আমার কবরকে নূর দ্বারা ভরে
 দাও, আমার হাড়সমূহেও আমার নূর বৃদ্ধি
 করো, আমার নূর বৃদ্ধি করো, আমার নূর
 বৃদ্ধি করো, আমার নূর বৃদ্ধি করো, আমাকে
 নূরের উপর নূর দান করো” (মুসলিম-
 ১/৫৩০, বুখারী-ফাতহুল বারী-১১/১১৬,
 তিরমিযী-৩/৪১৯, ৫/৪৮৩)।

১২. মসজিদে প্রবেশের দু‘আ

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَاَفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ
رَحْمَتِكَ.

(বিস্মিল্লাহি ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি
আব্বাহুমাগফির লী যুনুবি ওয়াফতাহ লী
আবওয়াবা রাহ্মাতিকা) ।

(১৭) “আব্বাহুর নামে (প্রবেশ করছি) ।
আব্বাহুর রাসূলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক । হে
আব্বাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ মাফ করো,
আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে
দাও” (আবু দাউদ, মুসলিম-১/৪৯৪) ।

১৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু‘আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَاَفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ
فَضْلِكَ.

(বিস্মিল্লাহি ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহি
আল্লাহুমাগফির লী যুনূবী ওয়াফতাহ লী
আবওয়াবা ফাদলিকা)।

(১৮) “আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি)।
আল্লাহর রাসূলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।
হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ মাফ
করে দাও এবং আমার জন্য তোমার দয়ার
দরজাগুলো খুলে দাও” (আবু দাউদ, ইবনে
মাজ্জা-১/১৬৯)।

১৪. আযানের দু‘আসমূহ

(১৯) নবী করীম (সা) বলেন, ‘যখন

তোমরা মুয়ায্বিনের আযান শুনতে পাও
তখন সে যা বলে, তোমরাও তাই বলো।
তবে সে যখন হাইয়া আলাস্-সালাহ
এবং হাইয়া আলাল ফালাহ বলে, তখন
তোমরা বলো-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

(লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।

তারপর বলো-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا.

(আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহ্
লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না
মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাদীতু
বিল্লাহি রব্বান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান,
ওয়া বিলইসলামি দীনান) ।

(২০) “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া
কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো
শরীক নেই । আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে,
মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল । আমি
আল্লাহকে প্রভু, মুহাম্মাদ (সা)-কে রাসূল
এবং ইসলামকে দীন হিসেবে লাভ করে
সন্তুষ্ট (মুসলিম-১/২৯০, ইবনে খুযায়মা-১/২২০) ।

(২১) উপরোক্ত দু'আ পড়ার পর নবী করীম
(সা)-এর উপর দরুদ পড়বে (মুসলিম-১/২৮৮) ।

নবী করীম (সা) (আযান শোনার পর) বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ
الْقَائِمَةُ اِنَّ مُحَمَّدًا اَلْوَسِيْلَةُ
وَالْفَضِيْلَةُ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا
اَلَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ .

(আল্লাহুমা রব্বা হাযিহিদ্ দা‘ওয়াতিত্
তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কাইমাতি ‘আতি
মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা
ওয়াব্বাছছ মাকমাম্ মাহুমূদানিল্লাযী
ওয়াআদতাহ ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী‘আদ) ।

(২৫) “হে আল্লাহ এই পরিপূর্ণ আহ্বান
এবং স্থায়ী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ (সা)-কে

ওসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতর মর্যাদা দান করো। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির বিপরীত করো না” (বুখারী-১/২৫২), বায়হাকী-১/৪১০)।

(২৬) “আযান ও ইকামতের মাঝে নিজের জন্য দু‘আ করবে। কেনোনা ঐ সময়ের দু‘আ প্রত্যাখ্যাত হয় না, কবুল করা হয়” (তিরমিযী, আবু দাউদ, আহমাদ)।

১৫. তাকবীরে তাহরীমার পরের দু‘আ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

(সুব্হানাকা আল্লাহুয়া ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া
তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদুকা
ওয়ালা ইলাহা গইরুকা) ।

(২৭) “হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র- মহান,
সকল প্রশংসা তোমার জন্য, তোমার নাম
বরকতময়, তোমার সত্তা অতি উচ্চ এবং
তুমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই” (আবু
দাউদ, নাসাই, তিরমিযী, ইবনে মাজা) ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মহানবী (সা) ফরয নামাযসমূহে
সাধারণত ছোট ছোট দু’আ পড়তেন । নিম্নের দীর্ঘ
দু’আসমূহ তিনি বিভিন্ন সময় নফল নামাযসমূহে
তাকবীরে তাহরীমার পরে পড়েছেন ।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَّ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ.

(ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী
ফাতারাস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা
হানীফাও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন)।

(২৮) “যে মহান সত্তা আকাশসমূহ ও
পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আমি একনিষ্ঠভাবে
তাঁর দিকেই আমার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে দিলাম
এবং আমি মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের)
অন্তর্ভুক্ত নই” (সূরা আনআম : ৭৯)।

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

بَاعَدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ
 نَقِّنِي مِنْ خَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي
 مِنْ خَطَايَا بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

(আল্লাহুমা বা'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা
 খাতাইয়াইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল
 মাশ্রিকি ওয়াল মাগরিবি। আল্লাহুমা
 নাক্কিনী মিন খাতাইয়াইয়া কামা
 ইয়ুনাক্কাস্ ছাওবুল আব্বইয়াদু মিনাদ্
 দানাসি। আল্লাহুমাগসিল্নী মিন খাতাইয়াইয়া
 বিছ্ছালজি ওয়াল মাই ওয়াল বারাদি)।

(২৯) “হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করো যে রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপমুক্ত করে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহ পানি, বরফ ও শিশির বিন্দু দ্বারা ধৌত করে দাও” (বুখারী-১/১৮১, মুসলিম-১-৪১৯)।

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
 أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী
 ফাতারাস্-সামাওয়াতি ওয়াল আরদা
 হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন ।
 ইন্না সালাতী, ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়াইয়া
 ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন । লা
 শারীকা লাহ্ ওয়াবিয়ালিকা উমিরতু ওয়া
 আনা মিনাল মুসলিমীন) ।

(৩০) “যে মহান সত্তা আকাশসমূহ ও

পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আমি একনিষ্ঠভাবে
 আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকেই ফিরালাম
 এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।
 নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী,
 আমার জীবন এবং আমার মরণ
 বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহর জন্য। তাঁর
 কোনো শরীক নেই। আর এজন্যই আমি
 আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের
 অন্তর্ভুক্ত” (মুসলিম-১/৫৩৪)।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ. اَنْتَ
 رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ
 وَاَعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاعْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ

جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
 وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي
 لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا
 لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَّيْكَ
 وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَالشَّرُّ
 لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ
 وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

(আব্বাহুয়া আনতাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা
 আনতা আনতা রব্বী ওয়া আনা 'আবদুকা ।
 যলামতু নাফসী ওয়া 'তরাফতু বিয়াম্বী ।

ফাগ্‌ফির লী যুনুবী জামী‘আন ইন্নাহ
 লাইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আনতা ।
 ওয়াহ্‌দীনী লিআহসানিল্ আখলাকি লা
 ইয়াহ্‌দী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা ।
 ওয়াসরিফ ‘আন্নী সাযিয়াআহা লা ইয়াসরিফু
 সাযিয়াআহা ইল্লা আনতা । লাব্বাইকা ওয়া
 সা‘দাইকা ওয়াল-খাইরু কুল্লুহ বিয়াদাইকা,
 ওয়াশশাররু লাইসা ইলাইকা । আনা বিকা
 ওয়া ইলাইকা তাবারক্‌তা ওয়া তাআলাইতা ।
 আসতাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা) ।

(৩১) “হে আল্লাহ! তুমি সেই রাজাধিরাজ
 যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই । তুমি
 আমার প্রভু, আমি তোমার বান্দা । আমি

আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি এবং আমি আমার পাপসমূহ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করো, তুমি ছাড়া আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না। তুমি আমার দোষগুলো আমার থেকে দূরীভূত করো, তুমি ভিন্ন আর কেউ দোষ অপসারিত করতে পারে না” (মুসলিম-১/৫৩৪০)। হে প্রভু! আমি তোমার হুকুম মানার জন্য উপস্থিত সদা প্রস্তুত, সামগ্রিক কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। অকল্যাণ তোমার

দিকে সম্পৃক্ত নয় (অর্থাৎ মন্দ তোমার কাম্য নয়)। আমি তোমার জন্যই এবং তোমার দিকেই আমার সকল প্রবণতা। তুমি কল্যাণময় এবং তুমি মহিমান্বিত। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছে অনুতপ্ত হচ্ছি”।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ
وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ
اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ

بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

(আব্বাহ্মা রব্বা জিবরাঈলা ওয়া মীকাঈলা
ওয়া ইসরাফীলা ফাতিরাস্ সামাওয়াতি
ওয়াল আরদি আলিমালা গাইবি
ওয়াশশাহাদাতি। আনতা তাহকুমু বাইনা
ইবাদিকা ফীমা কানু ফীহি ইয়াখ্তালিফুন।
ইহদিনী লিমাখ্তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি
বিইয়নিকা ইন্নাকা তাহ্দী মান তাশাউ ইলা
সিরাতিম মুস্তাকীম)।

(৩২) “হে আব্বাহ। জিবরাঈল, মীকাঈল ও
ইসরাফীলের প্রভু, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা,

অদৃশ্য ও দৃশ্য সবই তুমি সুবিদিত । তোমার
 বান্দাগণ যেসব বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত তুমিই
 তার মীমাংসা করে দাও । যেসব বিষয়ে
 তারা মতভেদ করেছে তন্মধ্যে তুমি তোমার
 অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেদিকে
 পরিচালিত করো । নিশ্চয়ই তুমি যাকে ইচ্ছা
 সঠিক পথ প্রদর্শন করো” (মুসলিম-১/৫৩৪) ।

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ
 أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ
 اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

আল্লাহ্ আকবার কাবীরান আল্লাহ্ আকবার
কাবীরান আল্লাহ্ আকবার কাবীরান
ওয়ালহাম্দু লিল্লাহি কাহীরান ওয়ালহাম্দু
লিল্লাহি কাহীরান ওয়ালহাম্দু লিল্লাহি
কাহীরান ওয়াসুব্বহানাল্লাহি বুক্রাতাও ওয়া আসীলা ।

(৩৩) ‘আল্লাহ্ মহান, অতীব শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্
মহান অতীব শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ মহান অতীব
শ্রেষ্ঠ, আল্লাহর জন্যই অনেক ও অজস্র
প্রশংসা । সকাল-সন্ধ্যায়, দিনে ও রাতে
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি (তিনবার) ।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ
وَنَفْثِهِ وَهَمَزِهِ.

(আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানি মিন নাফসিহী, ওয়া নাফসিহী, ওয়া হাম্‌যিহী)।

(৩৪) “অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই তার দস্ত থেকে তার কুহকজাল ও তার কুমন্ত্রণা থেকে” (আবু দাউদ-১/২০৩, ইবনে মাজা-১/২৬৫, আহমাদ-১৪/৮৫)।

নবী করীম (সা) যখন রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াতেন তখন এই দু’আ পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ

قِيمُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
 وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمُوتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ
 مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
 وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمُوتِ
 وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ
 وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ
 الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ
 حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ (ص) حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسَلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ
 اَمَنْتُ وَإِلَيْكَ اَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ
 وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ
 وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ
 الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 أَنْتَ إِلَهِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

(আল্লাহুমা লাকাল হামদু আনতা নূরুস্
 সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিন্না
 ওয়া লাকাল হাম্দু। আনতা কাযিয়্যুস্
 সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিন্না,

ওয়া লাকাল হাম্দু আনতা রব্বুস
সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিন্না
ওয়া লাকাল হাম্দু। লাকা মূলকুস
সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিন্না
ওয়ালাকাল হাম্দু। আনতা মালিকুস
সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মান ফীহিন্না
ওয়া লাকাল হাম্দু আনতাল হাককু, ওয়া
ওয়া'দুকাল হাককু, ওয়া কাওলুকাল হাককু
ওয়া লিকাউকাল হাককু ওয়াল জান্নাতু
হাককুন, ওয়ান্ নারু হাককুন, ওয়ান
নাবিয়্যুনা হাককুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাককুন,
ওয়াস্ সা'আতু হাককুন। আল্লাহুমা লাকা
আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু
ওয়াবিকা আমানতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু,
ওয়া বিকা খাসামতু ওয়া ইলাইকা হাকামতু

ফাগফির লী মা কাদামতু ওয়ামা আখখারতু
ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু
আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল
মুআখখিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা । আনতা
ইলাহী লা ইলাহা ইল্লা আনতা) ।

(৩৫) “হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার
জন্য, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং
এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তুমিই
এগুলোর জ্যোতি এবং প্রশংসা তোমার
জন্যই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং
এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তুমিই এসবের
অধিকর্তা। সকল প্রশংসা তোমার জন্য।
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের
মাঝে যা কিছু আছে তুমিই এসবের প্রভু।

আর প্রশংসা তোমার জন্য । আকাশমণ্ডলী ও
পৃথিবীর রাজত্ব তোমারই । সকল প্রশংসা
তোমার জন্য । তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার
সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন
লাভ সত্য, জ্ঞানাত সত্য, জাহান্নাম সত্য,
নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ (সা) সত্য এবং
কিয়ামত সত্য । হে আল্লাহ! তোমার কাছে
আত্মসমর্পণ করলাম, তোমার দিকে
প্রত্যাবর্তিত হলাম এবং তোমার সাহায্যের
আশায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম ।
তোমাকেই বিচারক মানলাম । অতএব
আমার পূর্বের ও পরের, গোপনীয় ও প্রকাশ্য
গুনাহসমূহ মাফ করে দাও । তুমিই যা চাও
আগে করো এবং তুমিই যা চাও পিছে

করো, তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আমার একমাত্র ইলাহ। তুমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই” (বুখারী-ফাতহুল বারী-৩/৩, ১১/১১৬, ১৩/৩৭১, ৪২৩, ৪৬৫ ও মুসলিম-১/৫৩২)।

১৬. রুকু‘র দু‘আ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.

(সুব্হানা রব্বিয়াল ‘আযীম)।

(৩৬) “আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি” (তিনবার) (আবু দাউদ, তিরমিযী-১/৮৩, নাসাঈ, ইবনে মাজা)।

উপরোক্ত তাসবীহ ফরয নামাযে এবং নিচেরগুলো নফল নামাযে পড়বে।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي.

(সুবহানাকা আল্লাহ্মা রব্বানা
ওয়াবিহামদিকা আল্লাহ্মাগফির লী)।

(৩৭) “হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! তোমার
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি তোমার
প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ
করে দাও” (বুখারী-১/১৯৯, মুসলিম-১/৩৫০)।

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

(সুব্বূহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি
ওয়াররুহ)।

(৩৮) “ফেরেশতাব্দ ও রুহুল কুদস
(জিবরীল)-এর প্রভু নিজ সন্তায় মহিমাবিত
ও পবিত্র” (মুসলিম-১/৩৫৩, আবু
দাউদ-১/২৩০)।

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ
اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ
وَمَخِيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ
قَدَمِيْ.

(আল্লাহুমা লাকা রাকা‘তু, ওয়াবিকা
আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। খাশাআ
লাকা সাম‘ঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখখী ওয়া

‘আযমী ওয়া ‘আসাবী ওয়ামাস্তাকাল্লা বিহি
কাদামী) ।

(৩৯) “হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যেই
রুকু’ করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি
এবং তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি ।
আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক,
আমার হাড়, আমার স্নায়ুতন্ত্রি, আমার সমগ্র
সত্তা তোমার ভয়ে ভীত” (মুসলিম-১/৫৩৫,
আবু দাউদ, নাসাই, তিরমিযী) ।

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ
وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

(সুব্হানাযিল্ জাবারুতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল 'আযামাতি) ।

(৪০) “পবিত্র সেই মহান আল্লাহ যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব-গরিমা এবং অতুলনীয় মহত্ত্বের অধিকারী” (আবু দাউদ-১/২৩০, নাসাঈ, আহমাদ) ।

১৭. রুকু থেকে উঠার দু'আ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

(সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ) ।

(৪১) “আল্লাহ শুনে য়ে তাঁর প্রশংসা করে” (বুখারী-২/২৮২) ।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا
مُبَارَكًا فِيهِ.

(রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দু হামদান
কাছীরান তয়্যিবান মুবারাকান ফীহি)।

(৪২) হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য
সমস্ত প্রশংসা, বরকতপূর্ণ পর্যাণ্ড প্রশংসা ও
পবিত্রতা” (বুখারী-২/২৮৪)।

১৮. সিজদার দু‘আ

سُبْحَانَ رَبِّيَّ الْأَعْلَى.

(সুবহানা রব্বিয়াল আ‘লা)।

(৪৩) “আমার সুমহান প্রভুর মহিমা ও

পবিত্রতা বর্ণনা করছি” (তিনবার) (আবু দাউদ, নাসাই, তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমাদ)।

নিম্নের দু’আগুলো নবী (সা) নফল নামাযে পড়তেন) :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي.

(সুবহানাকা আল্লাহুমা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুমাগফির লী)।

(৪৪) “হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তোমার প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও” (বুখারী ও মুসলিম)।

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ
 اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ ثُمَّ
 صُوْرُهُ وَشَقَّ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَقُوَّتُهُ بِحَوْلِهِ
 فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

(আল্লাহুমা লাকা সাজাদতু ওয়াবিকা
 আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। সাজাদা
 ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ছুমা
 সাওয়্যারাহু ওয়া শাককা সাম্'আহু ওয়া
 বাসারাহু বিহাওলিহি ওয়া কুওওয়াতিহি
 ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকীন)।

(৪৫) “হে আল্লাহ! আমি তোমাকেই

সিজদা করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছি। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমন্বিত আকৃতি দিয়েছেন এবং নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে কান ও চোখ বিদীর্ণ করেছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ মহাবরকতময়” (মুসলিম-১/৫৩৪, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)।

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ
وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

(সুব্হানাযিল জাবারুতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিব্রিয়াই ওয়াল আযামাতি)।

(৪৬) “পবিত্র সেই মহান আল্লাহ বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গরিমা এবং অতুল মহত্ত্বের অধিকারী” (আবু দাউদ-১/২৩০. নাসাই, আহমাদ) ।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً
وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

(আল্লাহ্মাগফির লী যাম্বী কুল্লাহ দিককাহ ওয়া জিল্লাহ ওয়া আওওয়ালাহ ওয়া ‘আখিরাহ ওয়া ‘আলানিয়াতাহ ওয়া সিররাহ) ।

(৪৭) “হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, তার ক্ষুদ্র অংশ, তার বড়ো অংশ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ” (মুসলিম-১/৩৫০) ।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
 وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ
 مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
 أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

(আল্লাহুমা ইন্নী আউযু বিরিদাকা মিন
 সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন
 ‘উকূবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিন্কা লা
 উহ্‌সী ছানাআন আলাইকা আনতা কামা
 আছনাইতা ‘আলা নাফসিকা)।

(৪৮) “হে আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি
 থেকে আশ্রয় চাই তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে।

আমি তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার
 আশ্রয় চাই তোমার শাস্তি থেকে, আমি
 তোমার থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি
 তোমার প্রশংসা শুণে শেষ করতে পারবো
 না। তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য যে রূপ
 নিজের প্রশংসা তুমি নিজে করেছো”
 (মুসলিম-১/৩৫২০)।

১৯. দুই সিদ্ধদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দু’আ

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي.

(রব্বিগফির লী রব্বিগফির লী)।

(৪৯) হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করো,
 হে প্রভু তুমি আমাকে ক্ষমা করো (আবু
 দাউদ-১/১৩১, ইবনে মাজা-১/২৪৮)।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَهْدِنِيْ
وَاجْبُرْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاَرْزُقْنِيْ وَاَرْفَعْْنِيْ.

(আল্লাহ্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী
ওয়াজ্বুরনী ওয়া‘আফিনী ওয়ারযুকনী
ওয়ারফা‘নী) ।

(৫০) “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা
করো, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে
সঠিক পথে পরিচালিত করো, আমার সমস্ত
ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও, আমাকে নিরাপত্তা
দান করো, আমাকে রিযিক দান করো এবং
আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করো” (আবু দাউদ,
তিরমিযী, ইবনে মাজা) ।

২০. সিজদার আয়াত পড়ার পর সিজদায়
দু'আ

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ثُمَّ صَوْرَهُ وَشَقَّ
سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ছুন্না
সাওওয়ারাহু ওয়া শাককা সাম্'আহু ওয়া
বাসারাহু বিহাওলিহি ওয়া কুওওয়াতিহি
ফাতাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিকীন)।

(৫১) “আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনত
সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি
করেছেন, অতঃপর সমন্বিত আকৃতি

দিয়েছেন এবং নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে এর কান ও চোখ বিদীর্ণ করেছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ মহাবরকতময়” (মুসলিম-১/৫৩৪, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)।

اَللّٰهُمَّ اَكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ
عَنِّىْ بِهَا وَزْرًا وَاَجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا
وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

(আল্লাহ্মাক্তুব লী বিহা ‘ইনদাকা আজরান ওয়াদা’ আন্নী বিহা বিয়রান, ওয়াজ্জ ‘আল্হা লী ‘ইনদাকা যুখরান ওয়া তাকাব্বালহা

মিন্নী কামা তাকাব্বালতাহা মিন ‘আবদিকা
দাউদা আলাইহিস সালাম) ।

(৫২) “হে আল্লাহ! এই সিজদার বদৌলতে
তোমার নিকট আমার জন্য প্রতিদান লিখে
রাখো, আমার পাপসমূহ দূর করে দাও,
এটাকে তোমার কাছে আমার জন্য সঞ্চয়
হিসেবে জমা রাখো । একে আমার থেকে
কবুল করো যেমন কবুল করেছো তোমার
বান্দা দাউদ (আ) থেকে (তিরমিযী-
২/৪৭৩, হাকেম) ।

২১. তাশাহুদ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
 وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
 الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(আত্‌তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু
 ওয়াততায়্যিবাতু আস্সালামু ‘আলাইকা
 আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া
 বারাকাতুহু। আস্সালামু ‘আলাইনা ওয়া
 ‘আলা ‘ইবাদিল্লাহিস সালাইহীন। আশহাদু
 আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না
 মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়া রাসূলুহু)।

(৫৩) “অভিবাদন, প্রশংসা ও পবিত্রতা সমস্তই আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল” (বুখারী-ফাতহুল বারী ১১/১৩, মুসলিম ১/৩০১)।

২২. তাশাহুদের পর দরুদ পাঠ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ
 عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
 بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(আল্লাহুমা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া
 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা
 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি
 ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।
 আল্লাহুমা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া
 আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারাক্তা
 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি
 ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)।

(৫৪) “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত নাযিল করো যেমন রহমত নাযিল করেছো ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর বরকত নাযিল করো যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত” (বুখারী-ফাতহুল বারী-৬/৪০৮)।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ
وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ
وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(আল্লাহুমা সাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিও ওয়া
‘আলা আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি
কামা সাল্লাইতা ‘আলা আলি ইবরাহীমা,
ওয়া বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিও ওয়া ‘আলা
আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি কামা
বারাক্তা ‘আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা
হামীদুম মাজীদ)।

(৫৫) “হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর
স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত

নাযিল করো যেমন তুমি রহমত নাযিল করেছিলে ইবরাহীমের বংশধরের উপর । আর তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর স্ত্রীগণের ও তাঁর বংশধরের উপর রবকত নাযিল করো যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীমের বংশধরগণের উপর । নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমাম্বিত” (বুখারী-ফাতহুল বারী- ৬/৪০৭, মুসলিম-১/৩০৬) ।

২৩. দু‘আ মাছুরা

(দরুদ পাঠের পর এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে নিম্নোক্ত দু‘আ পড়া মুস্তাহাব) :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ.

(আল্লাহুমা ইন্নী আউযু বিকা মিন ‘আযাবিল
কাব্রি ওয়া মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়া
মিন ফিত্নাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি
ওয়া মিন শাররি ফিত্নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল)।

(৫৬) “হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয়
চাচ্ছি কবরের আযাব থেকে, দোযখের
আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে
এবং মাসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে”
(বুখারী-২১০২, মুসলিম-১/৪১২)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَآْثِمِ
 وَالْمَغْرَمِ .

(আল্লাহু ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিল
 কাব্রি ওয়া আউযু বিকা মিন ফিত্নাতিল
 মাসীহিদ দাজ্জালি, ওয়া আউযু বিকা মিন
 ফিত্নাতিল মাহুইয়া ওয়াল মামাত ।
 আল্লাহু ইন্নী আউযু বিকা মিনাল মা'ছামি
 ওয়াল মাগরামি) ।

(৫৭) “হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই পাপাচার ও ঋণের বোঝা থেকে” (বুখারী-১/২০২, মুসলিম-১/৪১২)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا
وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ
مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(আল্লাহুমা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরা । ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরু যুনূবা ইল্লা আনতা । ফাগ্‌ফির লী মাগ্‌ফিরাতাম মিন ‘ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম) ।

(৫৮) “হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে বেগুমার যুলুম করেছি । আর তুমি ছাড়া ওনাহসমূহ কেউই মাফ করতে পারে না । অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা তোমার পক্ষ থেকে । তুমি আমার প্রতি দয়া করো, তুমি তো ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু” (বুখারী-৮/১৬৮, মুসলিম-৪/২০৭৮) ।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ

وَمَا أَسْرَرْتُ وَهَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ
 وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمَقْدِمُ
 وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

(আল্লাহ্মাগফির লী মা কাদামতু ওয়া মা
 আখ্খারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা
 আ'লানতু ওয়া মা আসরাফতু ওয়া মা
 আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আন্তাল
 মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখ্খিরু লা
 ইলাহা ইল্লা আন্তা)।

(৫৯) “হে আল্লাহ! আমি আগে পরে যেসব
 গুনাহ করেছি, যে গুনাহগুলো আমি প্রকাশ্যে
 ও গোপনে করেছি, বাড়াবাড়ি করে যেসব
 গুনাহ করেছি এবং যে গুনাহ সম্বন্ধে তুমি

আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত সেসব গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই অগ্রসরকারী এবং তুমিই পশ্চাদপদকারী। আর তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই” (মুসলিম-১/৫৩৪)।

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ
عِبَادَتِكَ.

(আল্লাহুমা আ‘ইনী ‘আলা যিক্রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়াহুস্নি ‘ইবাদাতিকা)।

(৬০) “হে আল্লাহ! তোমার যিকির করার, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করো” (আবু দাউদ-২/৮৬, নাসাই-৩/৫৩)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ
 بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ
 إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
 الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(আল্লাহ্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি,
 ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুব্নি ওয়া আউযু
 বিকা মিন আন্ উরদা ইলা আরযালিল্
 'উমুরি ওয়া আ'উযু বিকা মিন্ ফিত্নাতিদ
 দুন্ইয়া ও আযাবিল কাব্রি) ।

(৬১) “হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয়
 চাই কার্পণ্যতা থেকে, তোমার আশ্রয় চাই

কাপুরুষতা থেকে, তোমার আশ্রয় চাই চরম
বার্ধক্য থেকে, তোমার আশ্রয় চাই দুনিয়ার
বিপদ ও কবরের আযাব থেকে”
(বুখারী-ফাতহুল বারী-৬/৩৫)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنَ النَّارِ.

(আল্লাহুমা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া
আউযু বিকা মিনান্নার)।

(৬২) “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে
বেহেশত চাই এবং দোযখ থেকে আশ্রয়
চাই” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা-২/৩২৮)।

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى

الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا
لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا
لِي. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَشِيَتَكَ فِي
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ
فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ
فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَاَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا
يَنْفَدُ وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ
وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ
بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْأَلُكَ لَذَّةَ

النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ
 فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ
 اللَّهُمَّ زِينَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً
 مُهْتَدِينَ.

(আল্লাহুমা বিই'লমিকাল গাইবি ওয়া
 কুদরাতিকা 'আলাল খালকি আহ্মিনি মা
 'আলিম্তাল-হায়াতা খাইরাল্ লী ওয়া
 তাওয়াফ্ফানী ইয়া 'আলিম্তাল-ওয়াফাতা
 খাইরাল্ লী। আল্লাহুমা ইন্নী আসআলুকা
 খাশ্ইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ্-শাহাদাতি
 ওয়া আস্আলুকা কালিমাতাল হাককি

ফির-রিদা ওয়াল-গাদাবি । ওয়া
 আস্‌আলুকাল কাসদা ফিল্‌ গিনা ওয়াল
 ফাকরি, ওয়া আস্‌আলুকা না'ঈমান লা
 ইয়ান্‌ফাদু ওয়া আস্‌আলুকা কুররতা
 'আইনিন লা তানকাতি'উ ওয়া
 আস্‌আলাকার-রিদা বা'দাল কাদাই ওয়া
 আস্‌আলুকা বারদাল 'আইশি বা'দাল
 মাওতি, ওয়া 'আস্‌আলুকা
 লায্‌যাতান-নাযারি ইলা ওয়াজহিকা
 ওয়াশ্‌-শাওকা ইলা লিকাইকা ফী গাইরি
 দাররাআ মুদিররাতিন ওয়ালা ফিত্‌নাতিম্
 মুযিল্লাহ্‌ । আল্লাহুমা যাইইন্না বিযীনাতিল
 ঈমানি ওয়াজ'আলনা হুদাতাম মুহ্‌তাদীন) ।

(৬৩) “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট

আবেদন জানাচ্ছি তোমার জ্ঞান এবং সকল
সৃষ্টির উপর তোমার সার্বভৌম ক্ষমতার
উসীলায়, আমাকে তুমি জীবিত রাখো
ততোদিন পর্যন্ত যতোদিন তুমি জানো যে,
আমার জীবিত থাকা আমার জন্য
কল্যাণকর এবং আমাকে মৃত্যু দাও যখন
তুমি জানো যে, মৃত্যু আমার জন্য
কল্যাণকর। হে আল্লাহ! আমি তোমার
নিকট চাই (আমার হৃদয়ে) তোমার
ভয়-ভীতি- গোপনে লোকচক্ষুর অগোচরে
এবং প্রকাশ্যে। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা
করি সত্য কথা বলার যোগ্যতা খুশীর সময়ে
এবং ক্রোধের অবস্থায়। আমি তোমার
নিকট প্রার্থনা করি ভারসাম্যপূর্ণ পথ গ্রহণের

দারিদ্র্যে ও সম্পদে । আমি তোমার নিকট
এমন বস্তু চাই যা নয়নাভিরাম যা কখনো
আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না । আমি
তোমার নিকট চাই তাকদীরের প্রতি
সন্তোষ । আমি তোমার নিকট চাই মৃত্যুর
পর সুখ-সমৃদ্ধ জীবন । আমি তোমার নিকট
কামনা করি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাতের
মাধুর্য । আমি কামনা করি তোমার সাথে
সাক্ষাৎ লাভের আশ্রয়ে ব্যাকুলতা যা লাভ
করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোনো
অনিষ্ট আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবে না
এমন কোনো বিপর্যয়ের যা আমাকে পথভ্রষ্ট
করতে পারে । হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে
ঈমানের সৌন্দর্যে ভূষিত করো এবং

আমাদেরকে পথ প্রদর্শক এবং হেদায়াতের
পথিক বানাও” (নাসাই-৩/৫৪, ৫৫,
আহমাদ-৪/৩৬৪)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ
الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ
ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(আল্লাহ্মা ইন্নী আস্আলুকা ইয়া আল্লাহ্
বিআন্বাকাল ওয়াহিদুল আহাদুস্ সমাদুল্লাযী
লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূলাদ ওয়ালাম
ইয়াকুল্লাহ্ কুফুওয়ান আহাদুন আন্ তাগ্ফিরালী
যুনূবী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রহীম)।

(৬৪) “হে আল্লাহ! তুমি এক ও একক, সকল কিছুই তোমার মুখাপেক্ষী। তুমি জন্মও দাওনি, জন্মও নেওনি এবং তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। তোমার কাছে আমি আবেদন করি, তুমি আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” (নাসাঈ-৩/৫২, আহমাদ-৪/৩৩৮)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا
 اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَانُ
 يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا
 الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اِنِّىْ
 اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

(আল্লাহ্‌মা ইন্নী আস্‌আলুকা বিআন্না লাকাল
হামদু লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহ্‌দাকা লা
শারীকা লাকাল মান্নানু ইয়া বাদী‘আস্
সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি ইয়া যালজালালি
ওয়াল-ইকরাম । ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম
ইন্নী আস্‌আলুকাল্ জান্নাতা ওয়া আ‘উযু
বিকা মিনান্নার) ।

(৬৫) “হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার,
তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি
এক, তোমার কোনো শরীক নেই। হে
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! সীমাহীন
অনুগ্রহকারী, হে মর্যাদাবান ও কল্যাণময়, হে
চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী! আমি তোমার কাছে
জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং দোষখ থেকে

আশ্রয় চাই” (আবু দাউদ, নাসাই, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ
اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
كُفُوًا اَحَدٌ.

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিআন্নী
আশ্হাদু আন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা
ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম
ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ূলাদ ওয়া লাম
ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ)।

(৬৬) “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে
 প্রার্থনা করি, আমি সাক্ষ্য দেই যে, নিশ্চয়ই
 তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ
 নেই। তুমি এমন এক সত্তা সকল কিছু যার
 মুখাপেক্ষী তুমি কাউকে জন্ম দাওনি এবং
 জন্ম নেওনি। তোমার সমকক্ষ কেউ নেই”
 (আবু দাউদ-২/৬২, তিরমিযী-৫/১৫)।

২৪. সালাম ফিরানোর পর দু‘আ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (ثَلَاثًا)
 اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ
 تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
 (আস্‌তাগফিরুল্লাহা (তিনবার)।

আল্লাহুমা আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্
সালামু তাবারক্ তা ইয়া যাল্ জালালি
ওয়াল-ইকরাম)।

(৬৭) “আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা
করছি (তিনবার)। হে আল্লাহ! তুমি
শান্তিময়। তোমার নিকট থেকেই শান্তি
বর্ষিত হয়। তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান
এবং কল্যাণময়” (মুসলিম-১/৪১৪)।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا

مُعْطَىٰ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
مِنْكَ الْجَدُّ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহ্ লা শারীকা
লাহ্ লাহ্‌ল মুলকু ওয়া লাহ্‌ল হাম্দু ওয়া
হুয়া ‘আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর । আল্লাহুমা
লা মানি‘আ লিমা আ‘তাইতা ওয়ালা
মু‘তিয়া লিমা মানা‘তা, ওয়ালা ইয়ানফা‘উ
যাল্‌জাদি মিনকাল জাদু) ।

(৬৮) “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই,
তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব
তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তিনি সকল
কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী । হে
আল্লাহ! তুমি যা দান কর তাতে বাধা

দেয়ার কেউ নেই এবং তুমি যা প্রতিরোধ
করো তা দেয়ার মতো কেউ নেই। তোমার
গযব থেকে কোনো বিত্তশালী বা মর্যাদাবান
ব্যক্তিকে তার সম্পদ বা মর্যাদা রক্ষা করতে
পারে না” (বুখারী-১/২২৫, মুসলিম-১/৪১৪)।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ
وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা
লাহু লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদু ওয়া
হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর । লা হাওলা
ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি । লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহু ওয়া লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু । লাহন
নি'মাতু ওয়া লাহল ফাদলু ওয়া লাহুছ-
ছানাউল হাসানু । লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
মুখলিসীনা লাহুদ-দীন ওয়া লাও কারিহাল কাফিরুন) ।

(৬৯) “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই,
তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব
তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁর এবং তিনি

প্রত্যেক বিষয়ে শক্তির অধিকারী । আল্লাহ
 ব্যতীত কোনো শক্তি ও উপায় নেই । আল্লাহ
 ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আমরা কেবল
 তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই,
 অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই ।
 আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমরা
 তাঁর দেয়া জীবন বিধান একনিষ্ঠভাবে মান্য
 করি, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে”
 (মুসলিম-১/৪১৫) ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ
 لَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
 (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সমাদ।
 লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম
 ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ)।

(৭০) “তুমি বলো, আল্লাহ এক, আল্লাহ
 স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম
 নেননি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই”।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.
 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ
 النَّفْثِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
 حَسَدَ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক । মিন শাররি
মা খালাক । ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইয়া
ওয়াকাব । ওয়া মিন শাররিন নাফফাছাতি
ফিল 'উকাদ । ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইয়া হাসাদ) ।

(৭১) “বলো, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি
ভোরবেলার প্রভুর— তিনি যা সৃষ্টি করেছেন
তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট
থেকে যখন তা আগত হয়, গিরায় ফুঁ
দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের
অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে ।”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ.

إِلَهُ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(কুল আ'উযু বিরব্বিন্নাসি মালিকিন্নাসি
ইলাহিন্ নাস্ । মিন শাররিল ওয়াস্ওয়াসিল
খান্নাস । আল্লাযী ইয়ুওয়াসবিসু ফী সুদূরিন
নাস । মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস) ।

(৭২) “বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের
প্রভুর, মানুষের অধিপতির, মানুষের
ইলাহ-এর কাছে- তার অনিষ্ট থেকে যে
কুমন্ত্রণা দেয় আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা

দেয় মানুষের অন্তরে- জিনদের মধ্য থেকে
এবং মানুষের মধ্য থেকে।”

প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করবে (আবু
দাউদ ২/৮৬, নাসাই-৩/৬৮)।

২৫. আয়াতুল কুরসী

(৭৩) আয়াতুল কুরসী প্রতি ফরয নামাযের
পর পড়বে। (নাসাই)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا
تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ مَنْ
ذَآلَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ
 وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
 شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
 ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ
 الْعَظِيمُ

(আল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল
 কাইয়্যুম লা তা'খুযুহ্ সিনাতুও ওয়ালা
 নাওম । লাহু মা ফিসসামাওয়াতি ওয়ামা
 ফিল'আরদি । মান যাল্লাযী ইয়াশ্ফাউ
 'ইনদাহু ইল্লা বিইয়্নিহী । ইয়া'লামু মা
 বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খাল্ফাহুম ।

ওয়ালা ইয়ুহীতূনা বিশায়ইম মিন্ 'ইলমিহী
ইল্লা বিমা শাআ। ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস
সামাওয়াতি ওয়াল আর্দ। ওয়ালা ইয়াউদুহু
হিফ্যুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিয়্যুল 'আযীম)।

(৭৪) “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই,
তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তদ্ভাও স্পর্শ
করতে পারে না এবং নিদ্ভাও না।
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে
সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর কাছে
তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে? তাদের
আগে-পিছের সবই তিনি জানেন। তাঁর
জ্ঞানের কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে
না, কিন্তু যতোটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর

সিংহাসন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে
পরিবেষ্টিত করে আছে। এ দু'টির
রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি
সর্বোচ্চ, মহান” (সূরা বাকারা-২৫৫)।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা
লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ইয়ুহয়ী
ওয়াইয়ুমীতু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শায়ইন
কাদীর)।

(৭৫) “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী”।

মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর উপরোক্ত দু’আ ১০ বার করে পড়বে (তিরমিযী-৫/৫১৫, আহমাদ-৪/২২৭)।

ফজর নামাযের সালাম ফিরানোর পর এই দু’আ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا
طَيِّبًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا.

(আল্লাহুমা ইন্নী আস্আলুকা ‘ইল্মান
নাফি‘আন্ ওয়া রিয়্কান তায়্যিবান ওয়া
‘আমালান-মুতাকাব্বালান) ।

(৭৬) “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট
উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিয়িক এবং কবুল
হওয়ার যোগ্য আমল প্রার্থনা করি” (ইবনে
মাজা, মাজমাউয যাওয়াইদ) ।

২৬. ইসতিখারার দু‘আ

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন,
রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ইসতিখারার
(কল্যাণের ইঙ্গিত প্রার্থনার) নামায ও দু‘আ
শিক্ষা দিতেন, যে রূপ আমাদেরকে
কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন । তিনি বলেন

ঃ যখন তোমাদের কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ
কাজের পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা করে, তখন
সে যেনো দুই রাক্‌আত নামায পড়ে,
অতঃপর এই দু'আ পড়ে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ
وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيْمِ. فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا
اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ
دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ

لِي وَيَسِّرَهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ
 كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي
 دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ
 عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ
 حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

(আল্লাহ্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বিইলমিকা
 ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া
 আস্আলুকা মিন ফাদলিকাল 'আযীম।
 ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া
 তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আনতা
 'আল্লামুল ওয়ুব। আল্লাহ্মা ইন কুনতা

তা'লামু আন্না হাযাল আমরা (মনে মনে
প্রয়োজন উল্লেখ করুন) খাইরুল লী ফী
দীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আকিবাতি আমরী
ফাকদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী ছুম্মা
বারিক লী ফীহি। ওয়াইন কুনতা তা'লামু
আন্না হাযাল আমরা (মনে মনে প্রয়োজন
উল্লেখ করুন) শাররুন লী ফী দীনী ওয়া
মা'আশী ওয়া 'আকিবাতি আমরী ফাসরিফহু
'আন্নী ওয়াসরিফনী 'আন্হু ওয়াকদির
লিয়াল-খাইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরদিনী বিহ)।

(৭৭) “হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের
সাহায্যে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা
করছি। তোমার কুদরতের সাহায্যে তোমার
নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার
মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেনোনা

তুমিই শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি
জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য
বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই
কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি
মনে মনে উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান
অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা
এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে
ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয়
তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করো এবং
তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও,
তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দান
করো। আর এই কাজটি তোমার জ্ঞান
অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা
এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে

ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়
তবে তুমি আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে
রাখো এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক আমার
জন্য সেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও।
অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখো”
(বুখারী)।

২৭. সালাতুল হাজাত

মহানবী (সা) বলেন : আল্লাহর কাছে বা
মানুষের কাছে কারো কোনো গুরুত্বপূর্ণ
প্রয়োজন দেখা দিলে সে যেনো উত্তমরূপে
উযু করে দুই রাকআত নামায পড়ে।
অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং
মহানবী (সা)-এর উপর দরুদ পাঠ করে।

অতঃপর নিচের দু'আ পড়ে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ. سُبْحَانَ
اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ
رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ. وَالْغَنِيمَةَ
مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ. لَا
تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا
فَرَّجْتَهُ. وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا
قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম ।
 সুব্হানাল্লাহি রব্বিল আরশিল আযীম ।
 ওয়ালহামদু লিল্লাহি রব্বিল ‘আলামীন ।
 আসয়ালুকা মূজিবাত্তি রহমাতিকা ওয়া
 ‘আযাইমা মাগফিরাতিকা । ওয়াল-গনীমাতা
 মিন কুল্লি বিররিন ওয়াস-সালামাতা মিন
 কুল্লি ইছমিন । লা তাদা‘ লী যামবান ইল্লা
 গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু ।
 ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিদান ইল্লা
 কাদাইতাহা ইয়া আরহামার-রাহিমীন) ।

(৭৮) “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ।
 তিনি পরম সহিষ্ণু ও মহামহিম । মহান
 আরশের প্রভু আল্লাহ পবিত্র-মহান ।

বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহর জন্য সকল
প্রশংসা । হে আল্লাহ! তোমার কাছে তোমার
রহমত লাভের উপায়সমূহ, তোমার ক্ষমা
লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রতিটি কল্যাণকর
কাজের প্রাচুর্য এবং প্রতিটি পাপাচার থেকে
নিরাপত্তা প্রার্থনা করি । হে মহাঅনুগ্রহকারী!
আমার প্রতিটি অপরাধ ক্ষমা করো, আমার
সব দুশ্চিন্তা দূর করো এবং আমার যে
প্রয়োজন ও চাহিদা তোমার সন্তোষ লাভের
কারণ হয় তা পূরণ করে দাও” (তিরমিযী,
বিতর, বাব ১৭, নং ৪৫১) ।

২৮. অত্যধিক নেকী লাভের দু‘আ

কোনো ব্যক্তি নিচের দু‘আটি পড়লে তার

আমলনামায় অত্যধিক নেকী লেখা হবে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. إِلَهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

(আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু। ইলাহান ওয়াহিদান আহাদান সামাদান লাম ইয়াত্তাখিয সাহিবাতান ওয়ালা ওয়ালাদান ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ)।

(৭৯) “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া

কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর
কোনো অংশীদার নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ
এক ও একক ইলাহ। তিনি কোনো স্ত্রী ও
সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই”।

২৯. ভোরবেলা পড়ার দু'আ

أُصْبِحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي
هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ

مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ. رَبِّ اَعُوذُ
بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي
الْقَبْرِ.

(আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুল্কু লিল্লাহি
ওয়ালহাম্দু লিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
ওয়াহ্দাহ্ লা শারীকা লাহ্ লাহ্লে মুলকু ওয়া
লাহ্লে হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন্
কাদীর। রব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফী
হাযাল ইয়াওমি ওয়া শাররি মা বা'দাহ্।
রব্বি আ'উযু বিকা মিনাল কাসালি ওয়া
সূইল-কিবারি। রব্বি আ'উযু বিকা মিন
'আযাবিন্ ফিন্ নারি ওয়া 'আযাবিন্ ফিল কাবরি)।

(৮০) “আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর জন্য সকালে উপনীত হয়েছি। সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। প্রভু হে! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু কল্যাণ নিহিত আছে আমি তোমার নিকট তা প্রার্থনা করি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু ক্ষতি নিহিত আছে, তা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। প্রভু! অলসতা ও বার্বাক্যের কষ্ট থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। প্রভু! দোষখের আযাব থেকে এবং কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় চাই” (বুখারী-৭/১৫০)।

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ
نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

(আল্লাহ্মা বিকা আসবাহ্না ওয়াবিকা
আমসাইনা ওয়াবিকা নাহুয়া, ওয়াবিকা
নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর)।

(৮১) “হে আল্লাহ! আমরা তোমার দয়ায়
ভোরে উপনীত হই এবং তোমার দয়ায়
সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার ইচ্ছায় আমরা
জীবিত আছি, তোমার ইচ্ছায় আমরা
মৃত্যুবরণ করবো এবং তোমার কাছে
কিয়ামতের দিন উত্থিত হয়ে সমবেত হবো”

আর সন্ধ্যা হলে নবী করীম (সা) বলতেন :

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ
نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

(আল্লাহ্‌মা বিকা আমসাইনা ওয়াবিকা
আসবাহনা ওয়াবিকা নাহ্যা ওয়াবিকা নামূতু
ওয়া ইলাইকাল মাসীর)।

(৮২) “হে আল্লাহ! আমরা তোমার অনুগ্রহে
সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমার অনুগ্রহে
ভোরে উপনীত হই। তোমার ইচ্ছায় জীবিত
আছি, তোমার ইচ্ছায় মারা যাবো এবং
তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন” (তিরমিযী-৫/৪৬৬)।

৩০. সায্যিদুল ইসতিগফার

যে ব্যক্তি সকালবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা

‘সায়িদ্দুল ইসতিগফার’ পড়বে, সে ঐ দিন
 রাতে বা দিনে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে
 যাবে (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব,
 তিরমিযী, আবওয়াবুদ দু‘আ । অপর বর্ণনায়
 ‘আবুউ’ শব্দের স্থানে ‘ই‘তারাতু’ শব্দ রয়েছে) ।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ
 وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
 اسْتَطَعْتُ. اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
 اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ
 فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

(আল্লাহুমা আনতা রব্বী লা ইলাহা ইল্লা
আনতা খলাকতানী ওয়া আনা ‘আবদুকা,
ওয়া আনা ‘আলা ‘আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া‘দিকা
মাস্তাতা‘তু । আ‘উযু বিকা মিন শাররি মা
সানা‘তু আবূউ বিনি‘মাতিকা ওয়া আবূউ
বিয়াম্বী । ফাগফির লী ফাইন্নাহু লা
ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা) ।

(৮৩) “হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি
ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি
আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার
বান্দাহ। আমি আমার সাধ্য মতো তোমার
প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকারে আবদ্ধ। আমি
আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার

আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে তোমার যে
নিয়ামত দিয়েছো তা স্বীকার করছি।
অতএব তুমি আমাকে মাফ করো। নিশ্চয়ই
তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ
করতে পারে না” (তিরমিযী-৫/৪৬৬)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اَشْهَدُكَ وَاَشْهَدُ
حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ
اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا
شَرِيكَ لَكَ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.
(আব্বাহুয়া ইন্নী আসবাহুতু উশহিদুকা ওয়া
উশহিদু হামালাতা ‘আরশিকা ওয়া

মালাইকাতিকা ওয়া জামী‘আ খাল্কিকা
আন্বাকা আনতাল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লা আনতা
ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা ওয়া আন্বা
মুহাম্মাদান ‘আব্দুকা ওয়া রাসূলুকা) ।

(৮৪) “হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত
হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং তোমার
আরশ বহনকারীদের এবং তোমার সকল
ফেরেশ্তার ও তোমার সকল সৃষ্টির ।
নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর
কোনো ইলাহ নেই । তুমি এক, তোমার
কোনো শরীক নেই । আর মুহাম্মাদ (সা)
তোমার বান্দাহ ও রাসূল” ।

উপরোক্ত দু‘আ সকালে চারবার এবং সন্ধ্যায়

চারবার বলবে (আবু দাউদ-৪/৩১৭,
বুখারী-১১২০১)।

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ
مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ
فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

(আল্লাহুমা মা আসবাহা বী মিন নি‘মাতিন
আও বিআহাদিন মিন খালকিকা ফামিনকা
ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা ফালাকাল
হাম্দু ওয়ালাকাশ্ শুকরু)।

(৮৫) “হে আল্লাহ! আমি যে নেয়ামতসহ
সকালে উপনীত হয়েছি অথবা তোমার

সৃষ্টির মাঝে অন্য কেউ, এসব নেয়ামত
তোমার নিকট থেকে। তুমি এক, তোমার
কোনো শরীক নেই, সকল প্রশংসা তোমার।
আর কৃতজ্ঞতা তোমার প্রাপ্য”।

যে ব্যক্তি সকালবেলা উপরোক্ত দু’আ পাঠ
করলো সে যেনো সেই দিনের শুকরিয়া
আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা
এ দু’আ পাঠ করলো সে যেনো রাতের
শুকরিয়া আদায় করলো” (আবু
দাউদ-৪/৩১৮)।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ
فِيْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصْرِىْ لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ
 الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
 الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

(আল্লাহুমা ‘আফিনী ফী বাদানী আল্লাহুমা
 আফিনী ফী সাম্‘ঈ আল্লাহুমা ‘আফিনী ফী
 বাসারী। লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আল্লাহুমা
 ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কুফরি
 ওয়াল-ফাকরি ওয়া আউযু বিকা মিন
 আযাবিল কাবরি লা ইলাহা ইল্লা আনতা)।

(৮৬) “হে আল্লাহ! আমার শরীর সুস্থ
 রাখো। হে আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তি সুস্থ

রাখো। হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি সুস্থ
রাখো। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হে
আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই কুফরী ও
দারিদ্র্য থেকে। আমি তোমার আশ্রয় চাই
কবরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া আর
কোনো ইলাহ নেই” (আবু দাউদ-৪/৩২৪,
আহমাদ-৫/৪২)।

উপরের দু’আ সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ
করবে।

যে ব্যক্তি নিচের দু’আটি সকালবেলা
সাতবার এবং সন্ধ্যাবেলা সাতবার বলবে
তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল
চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হবেন :

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

(হাস্‌বিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া
'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রব্বুল
'আরশিল 'আযীম)।

(৮৭) “আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি
ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর
উপরই ভরসা করি। তিনি মহান আরশের
প্রভু” (আবু দাউদ-৪/৩২১)।

তিনবার বলবে :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ
مَا خَلَقَ.

(আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তান্মাতি মিন শাররি মা খালাকা)।

(৮৮) “আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের মাধ্যমে আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই” (তিরমিযী-৩/১৮৭, আহমাদ-২/২৯০, মুসলিম-৪/২০৮০)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ
الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى دِيْنِىْ وَدُنْيَاىْ
وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ. اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ
وَاَمِنْ رَّوْعَاتِىْ. اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ

يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ
 شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ
 أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

(আল্লাহ্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল ‘আফ্‌ওয়া
 ওয়াল-‘আফিয়াতা ফিদ্দুন ইয়া
 ওয়াল-আখিরতি। আল্লাহ্মা ইন্নী
 আস্‌আলুকাল আফ্‌ওয়া ওয়াল-‘আফিয়াতা
 ফী দীনী ওয়াদুন ইয়াইয়া ওয়া আহলী ওয়া
 মালী। আল্লাহ্মাস্তুর ‘আওরাতী ওয়া
 আমিন রাও‘আতী। আল্লাহ্মাহ্‌ফায্নী
 মিম্বাইনি ইয়াদায়া ওয়া মিন খালফী ওয়া
 ‘আন ইয়ামীনী ওয়া ‘আন্ শিমালী ওয়া মিন

ফাওকী। ওয়া আ'উযু বি'আযমাতিকা আন
উগ্‌তালা মিন তাহুতী)।

(৮৯) “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট
দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা
কামনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার
নিকট ক্ষমা এবং আমার ধর্মীয়, পার্শ্ব,
পারিবারিক ও অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা
কামনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমার
গোপন ক্রটিসমূহ গোপন রাখো, আমার
ভয়-ভীতিকে শান্তিতে রূপান্তরিত করো। হে
আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখো—
আমার সামনের দিক থেকে, আমার
পিছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক
থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং

আমার উপরের দিক থেকে। তোমার
মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয়
চাই আমার নিম্নদেশ থেকে আগত বিপদ
থেকে” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা-২/৩৩২)।

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ
وَشَرِّكَهٖ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سَوْءًا
اَوْ اَجُرَّهُٓ اِلٰى مُسْلِمٍ.

(আল্লাহ্‌য়া ‘আলিমাল গাইবি ওয়াশ্-
শাহাদাতি ফাতিরাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল
আরদি, রব্বা কুল্লি শায়ইন ওয়া মালীকাহ্‌,
আশহাদু আদ্বা ইলাহা ইল্লা আন্তা । আ‘উযু
বিকা মিন শাররি নাফ্‌সী ওয়া মিন শাররিশ
শাইতানি ওয়াশিরকিহি ওয়া আন
আকতারিফা ‘আলা নাফ্‌সী সূআন আও
আজুররাহ্‌ ইলা মুসলিম) ।

(৯০) “হে আল্লাহ! গোপন ও প্রকাশ্যের
জ্ঞানী, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, সব
কিছুর প্রভু ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দেই যে,
তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই । আমি
তোমার কাছে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে

এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে
 আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি নিজের অনিষ্ট
 থেকে এবং কোনো মুসলমানের অনিষ্ট করা
 থেকে তোমার আশ্রয় চাই” (তিরমিযী,
 আবু দাউদ)।

নিচের দু’আটি তিনবার পড়বে :

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

(বিস্মিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা‘অ
 ইস্মিহী শায়উন ফিল্ আরদি ওয়ালা ফিস্
 সামাই, ওয়াহুয়াস্ সামী‘উল ‘আলীম)।

(৯১) “আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি,
যাঁর নামের বরকতে আকাশ ও পৃথিবীর
কোনো জিনিসই কোনোরূপ ক্ষতি করতে
পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী”
(আবু দাউদ, তিরমিযী)।

নিচের দু’আটিও তিনবার পড়বে :

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا
وَبِمُحَمَّدٍ (ص) نَبِيًّا.

(রাদীতু বিল্লাহি রব্বান ওয়াবিল ইসলামি
দীনান ওয়াবি মুহাম্মাদিন্ নাবিয়্যান)।

(৯২) “আমি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে
দীন এবং মুহাম্মদ (সা)-কে নবীরূপে লাভ

করে সন্তুষ্ট” (তিরমিযী-৫/৪৬৫, আহমাদ-৪/৩৩৭)।

৩১. ভোরবেলা নিচের দু’আ তিনবার বলবে :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا
نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

(সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ‘আদাদা খালকিহী ওয়া রিদা নাফসিহী ওয়া যিনাতা ‘আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী)।

(৯৩) “আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসাসহ, তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের

সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের
সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি
পরিমাণ অসংখ্য বার” (মুসলিম-৪/২০৯০)।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

(সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী)।

(৯৪) “আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা
বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসাসহকারে” (এক
শত বার) (মুসলিম-৪/২০৭১)।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

(ইয়া হায়্যু ইয়া কায়্যুমু বিরহ্মাতিকা
আস্তাগীছু)।

(৯৫) “হে চিরজীব, হে চিরস্থায়ী! আমি

সবিনয়ে তোমার রহমত প্রার্থনা করি”
(হাকেম-১/৫৪৫, তারগীব-তারহীব-১/২৭)।

প্রতি দিন ১০০ বার নিচের তওবা পড়বে :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

(আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহালায়াহী লা ইলাহা ইল্লা
হুয়া ওয়া আতুব্বু ইলাইহি)।

(৯৬) “আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা
করি যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই
এবং তাঁর নিকটই তাওবা করি”
(বুখারী-৪/৯৫, মুসলিম-৪/২০৭১)।

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ

اَلْعَالَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذَا
 الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ
 وَهُدَاهُ. وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ
 مَا بَعْدَهُ.

(আসবাহুনা ওয়া আসবাহাল-মুলকু লিল্লাহি
 রব্বিল ‘আলামীন। আল্লাহ্মা ইন্নী
 আস্আলুকা খাইরা হাযাল ইয়াওমা
 ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ওয়া নূরাহু ওয়া
 বারাকাতাহু ওয়া হুদাহু। ওয়া আ‘উযু বিকা
 মিন শাররি মা ফীহি ওয়া শাররি মা বা‘দাহু)।

(৯৭) “বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহর অনুগ্রহে

আমরা এবং সমগ্র জগত ভোরে উপনীত
 হলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে
 কামনা করি এই দিনের কল্যাণ, সফলতা,
 সাহায্য, নূর, বরকত ও হেদায়াত। আর
 আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এই দিনের
 অকল্যাণ থেকে এবং এই দিনের পরের
 অকল্যাণ থেকে”। অতঃপর সন্ধ্যাবেলাও
 এই দু’আ পড়বে (আবু দাউদ-৪/৩২২,
 যাদুল মাআদ-২/৩৭৩)।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা
লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া
হুয়া ‘আলা কুদ্দী শায়ইন কদীর) ।

(৯৮) “আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ
নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার
নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসাও তাঁর
জন্য । তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বময়
শক্তির অধিকারী ।”

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা
উপরোক্ত দু’আ পড়বে সে হযরত ইসমাইল
(আ)-এর বংশের একজন দাস মুক্ত করার
সমান সওয়াব লাভ করবে, তার দশটি
গুনাহ মাফ করা হবে এবং দশ গুণ মর্যাদা
বৃদ্ধি করা হয় । তাকে ঐ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত

শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ রাখা হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা এই দু'আ পড়বে অনুরূপ প্রতিদান পাবে সকাল হওয়া পর্যন্ত (ইবনে মাজা-২/৩৩১)।

বুখারী ও মুসলিমে প্রতিদিন সকালে নিচের দু'আ এক শতবার পড়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে যা নবী (সা) সকাল-সন্ধ্যায় পড়তেনঃ

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى
كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ (ص) وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(আসবাহনা 'আলা ফিত্ৰাতিল ইসলামি
ওয়া 'আলা কালিমাতিল ইখলাসি ওয়া
'আলা দীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন (সা) ওয়া
'আলা মিল্লাতি আবীনা ইব্রাহীমা হানীফাম
মুসলিমাও ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন) ।

(৯৯) “আমরা ভোরে উপনীত হয়েছি
স্বভাবসুলভ ইসলাম ধর্মের উপর ও নিষ্ঠাপূর্ণ
বাণীর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ
(সা)-এর দীনের উপর, আমাদের পিতা
ইব্রাহীম (আ)-এর মিল্লাতের উপর- যিনি
ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং যিনি
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না”
(আহমাদ-৩/৪০৬, ৪০৭, ৫/১২৩) ।

(১০০) ‘আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তুমি বলো আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি বলবো? তিনি বলেন : বলো, কুল হুআল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস), সূরা ফালাক ও সূরা নাস, যখন সন্ধ্যা হয় এবং সকাল হয় তখন তিনবার করে বলবে, এটাই তোমার সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে (আবু দাউদ-৪/৩২২, তিরমিযী-৫/৫৬৭)।

৩২. ঘুমানোর দু‘আ

(১০১) নবী করীম (সা) প্রতি রাতে যখন তাঁর বিছানায় যেতেন তখন তাঁর দুই হাতের তালু একত্রে মিলাতেন, তারপর সূরা

ইখলাস (কুল হুওয়াল্লাহ আহাদ) পড়তেন,
তারপর দুই হাতে ফুঁ দিতেন, তারপর দুই
হাতের তালু দ্বারা দেহের যতোটা অংশ সম্ভব
মাসেহ করতেন এবং মাসেহ আরম্ভ করতেন
তাঁর মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের সামনের
দিক থেকে। তিনি এরূপ তিনবার করতেন
(বুখারী-ফাতহুল বারী-৯/৬২, মুসলিম-
৪/১৭২৩)।

(১০২) নবী করীম (সা) বলেন : যখন
তুমি রাতে তোমার বিছানায় যাবে তখন
আয়াতুল কুরসী পড়ো, সর্বদা তুমি আল্লাহর
হেফাযতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত
শয়তান তোমার নিকটেও আসতে পারবে না
(বুখারী-ফাতহুল বারী, ৪/৪৮৭)।

(১০৩) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে (বুখারী-ফাতহুল বারী, ৯/৯৪, মুসলিম-১/৫৫৪)।

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْكُمْ
وَكُتُبُهُ وَرُسُلُهُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتِ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِنَّا نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ.

(আমানার রাসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহি
 মির রব্বিহী ওয়াল মু'মিনুন। কুল্লুন আমানা
 বিদ্বাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী

ওয়া রুসুলিহী । লা নুফাররিকু বাইনা
আহাদিম মির রুসুলিহী । ওয়া কাল্ সামি'না
ওয়া আতা'না গুফরানাকা রব্বানা ওয়া
ইলাইকাল মাসীর । লা ইয়ুকাল্লিফুল্লাহ
নাফ্‌সান ইল্লা উস্‌আহা লাহা মা কাসাভাত
ওয়া 'আলাইহা মাক্তাসাবাত রব্বানা লা
তুআখিয্না ইন নাসীনা আও আখ্তা'না
রব্বানা । ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইসরান
কামা হামালতাছ 'আলাল্লাযীনা মিন
কাবলিনা । রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা
তাকাতা লানা বিহী । ওয়া'ফু 'আল্লা
ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ারহামনা আনতা
মাওলানা ফানসুরনা 'আলাল কাওমিল
কাফিরীন) ।

(১০৪) “রাসূল ঈমান এনেছেন যা তার প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে নাযিল হয়েছে এবং মু’মিনরাও। সবাই ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা আরো বলে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতিত কোনো কাজের ভার দেন না। সে তাই পায় ভালো যা উপার্জন করে এবং তার উপর বর্তায়

খারাপ যা সে করে । হে আমাদের প্রভু! যদি
আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তাহলে
আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন
দায়িত্বভার অর্পণ করো না, যেমন আমাদের
পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছো । হে
আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন বোঝা
চাপিও না যা বহন করার সামর্থ্য আমাদের
নেই । তুমি আমাদের পাপ মোচন করো,
আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের দয়া
করো । তুমিই আমাদের অভিভাবক ।
অতএব তুমি কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে
আমাদের সাহায্য করো” ।

(১০৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন : ‘তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার বিছানা ত্যাগ করলো, আবার ঘুমাতে ফিরে এলো সে যেনো তার লুঙ্গির আঁচল দিয়ে তিনবার বিছানাটি ঝেড়ে নেয়। কেনোনা সে জানে না যে, তার চলে যাবার পর এতে কী পতিত হয়েছে। তারপর সে যখন শোয় তখন যেনো বলে :

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ
فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ
أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ
عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

(বিইস্মিকা রব্বী ওয়াদা'তু জাম্বী ওয়া
বিকা আরফা'উহ। ফাইন্ আমসাক্তা
নাফসী ফারহামহা ওয়াইন আরসাল্তাহা
ফাহ্ফায়হা বিমা তাহ্ফায়ু বিহী 'ইবাদাকাস
সালিহীন)।

(১০৬) “প্রভু! তোমার নামে আমি আমার
পার্শ্বদেশ বিছানায় রেখেছি (আমি শুয়েছি)
এবং তোমারই নাম নিয়ে আমি তাকে
উঠাবো (বিছানা ত্যাগ করবো)। যদি তুমি
(আমার ঘুমন্ত অবস্থায়) আমার প্রাণ হরণ
করো, তবে তুমি তার প্রতি দয়া করো এবং
যদি তাকে ছেড়ে দাও (জীবিত রাখো)
তাহলে তুমি তার হেফায়ত করো

যেমনভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল
বান্দাগণকে হেফাযত করে থাকো”
(বুখারী-ফাতহুল বারী ১১/১২৬, মুসলিম
৪/২০৮৪)।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا
لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا
فَاَحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا.
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

(আল্লাহ্মা ইন্নাকা খালাক্তা নাফসী ওয়া
আন্তা তাওয়াফ্ফাহা। লাকা মামাতুহা ওয়া
মাহ্যাহা। ইন্ আহ্ইয়াইতাহা ফাহ্ফায্হা

ওয়াইন্ আমান্নাহা ফাগফির লাহা ।
আল্লাহ্মা ইন্নী আস্আলুকাল ‘আফিয়াত) ।

(১০৭) “হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তুমি আমার
আত্মাকে সৃষ্টি করেছো এবং তুমি তার মৃত্যু
ঘটাবে । অতএব তার জীবন ও মরণ যেনো
একমাত্র তোমার জন্য হয় । যদি তাকে
বাঁচিয়ে রাখো তাহলে তুমি তার হেফাযত
করো আর যদি তার মৃত্যু ঘটাও তবে তাকে
মাফ করে দিও । হে আল্লাহ! আমি তোমার
কাছে নিরাপত্তা চাই” (মুসলিম-৪/২০৮৩,
আহমাদ-২/৭৯) ।

(১০৮) নবী করীম (সা) যখন ঘুমানোর
ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর ডান হাত তাঁর
গালের নীচে রাখতেন, তারপর তিনবার বলতেন :

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

(আল্লাহুয়া কিনী ‘আযাবাকা ইয়াওমা
তাব‘আছু ইবাদাকা)।

(১০৯) “হে আল্লাহ! আমাকে তোমার
আযাব থেকে রক্ষা করো যেদিন তুমি
তোমার বান্দাদেরকে পুনর্জীবিত করবে”
(আবু দাউদ-৪/৩১১, তিরমিযী-৩/১৪৩)।

৩৩. শয়ন করার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا.

(আল্লাহুয়া বিস্মিকা আমূতু ওয়া আহুইয়া)।

(১১০) “হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই

আমি শয়ন করছি এবং তোমার নাম নিয়েই
জীবিত উঠবো” (বুখারী-ফাতহুল
বারী-১১/১১৩, মুসলিম-৪/২০৮৩)।

(১১১) রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) এবং
ফাতেমা (রা)-কে বলেন : আমি কি
তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিবো না যা
তোমাদের জন্য খাদেম অপেক্ষাও উত্তম
হবে? যখন তোমরা তোমাদের বিছানায়
যাবে, তখন তোমরা দু’জনে ৩৩ বার
‘সুবহানাল্লাহ’ ৩৩ বার ‘আল্হামদু লিল্লাহ’
এবং ৩৪ বার ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে। তা
খাদেম অপেক্ষাও তোমাদের জন্য উত্তম
হবে” (বুখারী-ফাতহুল বারী-৭/৭১,
মুসলিম-৪/২০৯১)।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ
 الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
 فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ
 وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ. اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
 كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اَللّٰهُمَّ
 اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ
 الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الظَّاهِرُ
 فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَّاَنْتَ الْبَاطِنُ

فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ
وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

(আল্লাহুমা রব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাব্‌ই
ওয়া রব্বাল ‘আরশিল ‘আযীম রব্বানা ওয়া
রব্বা কুল্লি শায়ইন্ ফালিকাল হাব্বি
ওয়ান্-নাওয়া ওয়া মুনায্বিলাত্-তাওরাতি
ওয়াল ইন্জীলি ওয়াল ফুরকান। আ‘উযু
বিকা মিন শাররি কুল্লি শায়ইন্ আনতা
আখিয়ুম-বিনাসিয়াতিহি। আল্লাহুমা আনতাল
আওয়ালু ফালাইসা কাবলাকা শায়উন। ওয়া
আনতাল আখিরু ফালাইসা বা‘দাকা শায়উন
ওয়া আনতায় যহিরু ফালাইসা ফাওকাকা

শায়উন ওয়া আনতাল বাতিনু ফালাইসা
দূনাকা শায়উন। ইকদি 'আল্লাদ-দাইনা ওয়া
আগনিনা মিনাল ফাকরি)।

(১১২) হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশের
প্রভু, মহা মহীয়ান আরশের প্রভু এবং
প্রত্যেক বস্তুর প্রভু। হে আল্লাহ! তুমিই বীজ
ও আঁটি বিদীর্ণ করে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব
ঘটাও। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনের
নাযিলকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট
থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।
তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর নিয়ন্ত্রণ।
হে আল্লাহ! তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে
কোনো কিছুই অস্তিত্ব ছিলো না; তুমি

অনন্ত, তোমার পরে কোনো কিছুই থাকবে না; তুমি প্রকাশমান, তোমার উপরে কিছুই নেই। তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই প্রভু! তুমি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি দাও” (মুসলিম-৪/২০৮৪)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا
وَكَفَانَا وَاَوَانَا فَکُمْ مِّنْ لَاْ کَافٍ لَّهٗ
وَلَا مُؤْوٰی.

(আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত‘আমানা ওয়া

সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফাকাম্
মিদ্দান লা কাফিয়া লাহ্ ওয়ালা মু'বিয়া) ।

(১১৩) “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি
আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান
করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন
এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন । এমন
বহু লোক আছে যাদের পরিতৃপ্ত হওয়ার
ব্যবস্থা নেই এবং যাদের আশ্রয়ও নেই”
(মুসলিম-৪/২০৮৫) ।

(১১৪) নবী করীম (সা) সূরা সাজদা এবং
সূরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না (তিরমিযী,
নাসাঈ) ।

(১১৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তুমি ঘুমাতে
তোমার বিছানায় যাবে তখন নামাযের উযূর
ন্যায় উযূ করো, তারপর তোমার ডান দিকে
কাত হয়ে শুয়ে নিচের দু'আ পাঠ করো :

اَللّٰهُمَّ اَسَلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ
اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ
وَالْجَاةُ ظَهَرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً
اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ
اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ
الَّذِيْ اَرْسَلْتَ.

(আল্লাহুমা আস্লামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া
ফাওয়ায়াদতু আমরী ইলাইকা ওয়া
ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া ইলাইকা
ওয়াআলজাহতু যাহরী ইলাইকা রাগ্বাতান
ওয়া রাহ্বাতান ইলাইকা । লা মালজাআ
ওয়ালা মান্জা মিনকা ইল্লা ইলাইকা ।
আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা
ওয়াবিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা) ।

(১১৬) “হে আল্লাহ! আমি নিজেকে
তোমার কাছে সঁপে দিলাম । আমার সমস্ত
কাজ তোমার কাছে সোপর্দ করলাম ।
আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে
দিলাম । আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই

ঝুঁকিয়ে দিলাম। আর এ সবই করলাম তোমার রহমতের আশায় এবং তোমার শাস্তির ভয়ে। কোনো আশ্রয় নেই এবং মুক্তির কোনো উপায় নেই একমাত্র তোমার আশ্রয় এবং উপায় ছাড়া। আমি ঈমান এনেছি তোমার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং তোমার প্রেরিত নবীর উপর”।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি তুমি ঐ রাতে মারা যাও তবে দীন ইসলামের উপর মারা গেলে (বুখারী-ফাতহুল বারী-১১/১১৩, মুসলিম-৪/২০৮১)।

৩৪. বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তনের দু‘আ

(১১৭) আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ

(সা) যখন বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন
তখন বলতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
الْغَفَّارُ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহ্‌হারু
রব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি ওয়ামা
বাইনাহুমাল-‘আযীযুল গাফ্‌ফার)।

(১১৮) “মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ
ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি
আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু’য়ের

মধ্যস্থিত সবকিছুর প্রভু। তিনি মহাপরাক্রমশালী
পরম ক্ষমাশীল” (হাকেম, নাসাঈ)।

৩৫. ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে নিম্নোক্ত
দু’আ পড়বে

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ
غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُون.

(আ’উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্-তান্মাতি মিন্
গাদাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি
‘ইবাদিহি ওয়ামিন হামাযাতিশ্-শাইয়াতীনি
ওয়া আন ইয়াহ্দুরুন)।

(১১৯) “আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের মাধ্যমে তাঁর অসম্ভুষ্টি থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং ওদের উপস্থিতি থেকে” (আবু দাউদ-৪/১২, তিরমিযী-৩/১৭১)।

৩৬. স্বপ্ন দেখে যা বলবে

(১২০) নবী (সা) বলেন, উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতএব তোমাদের কেউ স্বপ্নে ভালো কিছু দেখলে সে যেনো তা তার প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া আর কারো কাছে না বলে। আর সে স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে তা যেনো কারো কাছে না বলে। বরং তার বাম

দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং আরো আশ্রয় প্রার্থনা করে ঐ অনিষ্ট থেকে যা সে দেখেছে (তিনবার)। অতঃপর যে কাতে সে ঘুমিয়েছিল তা পরিবর্তন করে” (মুসলিম-৪/১৭৭২, ১৭৭৩, বুখারী-৭/২৪)

৩৭. কুনূতে নাযেলা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْاَیْفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ
وَانصُرْهُمْ عَلٰی عَدُوْكَ وَعَدُوْهِمْ. اَللّٰهُمَّ

اَلْعَنِ الْكَفَرَۃَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنِ
 سَبِيْلِكَ وَيَكْذِبُوْنَ رُسْلَكَ وَيَقَاتِلُوْنَ
 اَوْلِيَآئَكَ. اَللّٰهُمَّ خَالَفْ بَيْنَ كَلِمَاتِهِمْ
 وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ عَلَيْهِمْ جُنُوْدَكَ
 الَّذِى لَا تَرْدُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

(আল্লাহ্মাগ্‌ফির লানা ওয়া লিল-মু'মিনীনা
 ওয়াল-মু'মিনাতি ওয়াল-মুসলিমীনা
 ওয়াল-মুসলিমাতি । ওয়া আন্নিফ বাইনা
 কুল্বিহিম ওয়া আসলিহ যাতা বাইনিহিম ।
 ওয়ান্সুরহম 'আলা আদুবিহিকা ওয়া
 আদুবিহিম । আল্লাহ্মাল্‌আনিল কাফারা

তাল্লাযীনা ইয়াসুদুনা ‘আন সাবীলিকা ওয়া
ইউকায্যিবূনা রুসুলাকা ওয়া ইউকাতিলূনা
আওলিয়াআকা । আল্লাহুমা খালিফ বাইনা
কালিমাতিহিম ওয়া যালযিল আকদামাহুম
ওয়া আনযিল ‘আলাইহিম জুনূদাকাল্লাযী লা
তারুদুহু ‘আনিল কাওমিল মুজরিমীন) ।

(১২১) “হে আল্লাহ! আমাদেরকে,
ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে, মুসলমান
পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে ক্ষমা করো,
তাদের পরস্পরের অন্তরে ভালোবাসা পয়দা
করো, তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করো
এবং তোমার শত্রু ও তাদের শত্রুদের
বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করো । হে
আল্লাহ! যেসব কাফের (লোকজনকে)

তোমার পথে (আসতে) বাধা দেয়, তোমার
 নবীদের প্রত্যাখ্যান করে মিথ্যাবাদী বলে
 এবং তোমার প্রিয়পাত্রদের হত্যা করে
 তাদেরকে তুমি অভিশপ্ত করো। হে আল্লাহ!
 তুমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তায়
 বিরোধ-বিভক্তি সৃষ্টি করে দাও, তাদের
 পদক্ষেপসমূহ বিশৃংখল করে দাও এবং
 তাদের বিরুদ্ধে তোমার সেনাবাহিনী পাঠাও
 যাদেরকে তুমি অপরাধী জাতি থেকে
 প্রত্যাহার করবে না”।

৩৮. দু‘আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِىْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ

فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
 وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطِيتَ وَقِنِي شَرَّ مَا
 قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ
 إِنَّهُ لَا يَدِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ
 عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

(আল্লাহুমা হাদীনা ফীমান হাদাইতা ওয়া
 ‘আফিনী ফীমান ‘আফাইতা ওয়া
 তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা
 ওয়াবারিক লী ফীমা আ‘তাইতা ওয়াকিনী
 শাররা মা কাদাইতা ফাইন্না কা তাক্দী
 ওয়ালা ইয়ুক্দা ‘আলাইকা। ইন্নাহু লা

ইয়াযিন্দু মাও ওয়ালাইতা ওয়ালা ইয়াইয়ু
মান 'আদাইতা। তাবারকতা রব্বানা ওয়া
তা'আলাইতা)।

(১২২) “হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে
সত্যপথে পরিচালিত করেছো, আমাকে
তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, তুমি যাদের গুনাহ
মুছে ফেলেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত
করো, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
করেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো তুমি
আমাকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও।
তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছো তা থেকে
আমাকে রক্ষা করো। কারণ তুমিই চূড়ান্ত
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তোমার বিপরীতে

কেউই সিদ্ধান্ত দেয়ার নেই। তুমি যার
 অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে অপমানিত
 হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা
 করেছো সে সম্মানিত হতে পারে না। হে
 আমাদের প্রভু! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান”
 (আবু দাউদ, আহমাদ, দারা কুতনী,
 হাকেম, তিরমিযী-১/১৪৪, ইবনে মাজা-১/১৯৪)।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ
 بِكَ. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُشْنِيْ عَلَيْكَ
 الْخَيْرَ. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ
 وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَلَكَ نُصَلِّيُ. وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى.
 وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ. وَنَخْشَى
 عَذَابَكَ. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ.

(আল্লাহ্মা ইন্না নাসতাইনুকা ওয়া
 নাসতাগফিরুকা ওয়ানু'মিনু বিকা ওয়া
 নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা ওয়া নুহনী
 'আলাইকাল খাইর। ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা
 নাকফুরুকা ওয়ানাখলাউ ওয়ানাতরুকু
 মাইয়্যাফজুরুকা। আল্লাহ্মা ইয়্যাকা না'বুদু
 ওয়ালাকা নুসাল্লী। ওয়ানাসজুদু ওয়া
 ইলাইকা নাস'আ। ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নারজু
 রহমাতাকা। ওয়া নাখশা 'আযাবাকা। ইন্না
 'আযাবাকা বিলকুফ্ফারি মুলহিক)।

(১২৩) “হে আল্লাহ! আমরা অবশ্যই তোমার কাছে সাহায্য চাই। তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তোমার উপর ঈমান আনি, তোমার উপর ভরসা করি, তোমার উত্তম প্রশংসা করি। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ নই। যে তোমার নির্দেশ অমান্য করে পাপ কাজ করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি এবং তাকে ত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার জন্যই নামায পড়ি ও সিজদা করি এবং তোমার দিকে ধাবিত হই। আমরা উৎসাহ সহকারে তোমার আনুগত্য করি, তোমার করুণা

লাভের আকাঙ্ক্ষা করি এবং তোমার
শান্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শান্তি
অবশ্যই কাফেরদের বেষ্টন করবেই” (বায়হাকী)।

৩৯. বিপদগ্রস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ اُمَّتِكَ
 نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيْ حُكْمِكَ عَدْلٌ
 فِيْ قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ
 سَمِيَتْ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ
 اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَاثَرْتَ
 بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ

الْقُرْآنَ رَبِّعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ
حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي.

(আল্লাহুমা ইন্নী 'আবদুকা ইবনু 'আবদিকা
ইবনু আমাতিকা, নাসিয়াতী বিয়াদিকা,
মাদিন ফিয়্যা হুকমুকা, 'আদলুন ফিয়্যা
কাদায়িকা, আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন্ হুয়া
লাকা সাম্মাইতা বিহি নাফসাকা, আও
আন্যালতাহ্ ফী কিতাবিকা আও
'আল্লামতাহ্ আহাদাম্-মিন খালকিকা আও
ইস্তা'ছারতা বিহি ফী 'ইলমিল গাইবি
'ইনদাকা আন্ তাজ'আলাল কুরআনা
রবী'আ কালবী ওয়া নূরা সাদরী ওয়া
জালাআ হুয়নী ওয়া যাহাবা হাম্মী)।

(১২৪) “হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমারই এক বান্দার পুত্র এবং তোমার এক বাঁদীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে। আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছো অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাথিল করেছো অথবা তোমার সৃষ্টি জীবের কাউকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছো অথবা নিজ জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, আমি সেই সমস্ত নামের প্রতিটির উসীলায় তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার হৃদয়ের জন্য কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও প্রশান্তি,

আমার বন্ধের জ্যোতি, আমার দুচ্চিন্তা
অপসারণকারী এবং উদ্বৈগ-উৎকর্ষার
বিদূরণকারী” (আহমাদ-১/৩৯১)।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ. لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম। লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল আরশিল আযীম। লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল সামাওয়াতি ওয়া
রব্বুল আরদি ওয়া রব্বুল ‘আরশিল কারীম)।

(১২৫) “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান ও সহনশীল। ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভু এবং মহান আরশেরও প্রভু” (বুখারী-ফাতহুল বারী ৭/১৫৪, মুসলিম-৪/২০৯২)।

اَللّٰهُمَّ رَحِمَتَكَ اَرْجُوْهُ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى
نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاصْلِحْ لِيْ شَاْنِيْ
كُلَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

(আল্লাহুমা রহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাসী তরফাতা ‘আইনিন

ওয়া আসলিহ্ লী শা'নী কুল্লাহ্ লা ইলাহা
ইল্লা আনতা) ।

(১২৬) “হে আল্লাহ! আমি তোমারই
রহমতের আকাঙ্ক্ষী । অতএব তুমি চোখের
পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আমাকে
আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না । তুমি
আমার সমস্ত কাজ সংশোধন করে দাও ।
তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই” (আবু
দাউদ, আদাব, বাব ১০১, নং ৫০৯০;
আহমাদ-৫ খণ্ড, পৃ. ৪২ ।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ.

(লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী
কুনতু মিনায়-যালিমীন) ।

(১২৭) “তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই,
তুমি পবিত্র । নিশ্চয়ই আমি যালেমদের
অন্তর্ভুক্ত” (তিরমিযী-৫/৫২৯, হাকেম) ।

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

(আল্লাহ্ আল্লাহ্ রব্বী লা উশরিকু বিহী
শাইআন) ।

(১২৮) “আল্লাহ্ আল্লাহ্ আমার প্রভু । আমি
তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করি না”
(আবু দাউদ-২/৮৭, ইবনে মাজা-২/৩৩৫) ।

৪০. শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির

সাক্ষাতকালে দু‘আ (স্বৈরাচারী যালেমের
কবল থেকে আত্মরক্ষার দু‘আ)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

(রব্বানা লা তাজ‘আলনা মা‘আল
কাওমিয়-যালিমীন)।

(১২৯) “হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে
যালেমদের সঙ্গী করো না” (সূরা আ‘রাফ : ৪৭)।

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

(রব্বি ফালা তাজ‘আলনী ফিল
কাওমিয়-যালিমীন)।

(১৩০) “প্রভু হে! তুমি আমাকে যালেম

সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না” (সূরা মু'মিনুন : ৯৪)।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

(রব্বানা লা তাজ্জ'আলনা ফিতনাতাল
লিল-কাওমিয় যালিমীন। ওয়া নাজ্জিনা
বিরাহমাতিকা মিনাল কাওমিল কাফিরীন)।

(১৩১) “হে আমাদের প্রভু! তুমি
আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের নির্যাতনের
পাত্র বানিও না এবং আমাদেরকে তোমার
অনুগ্রহে কাফের জাতি থেকে নাজাত দাও”
(সূরা ইউনুস : ৮৫-৮৬)।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ.

(রব্বানা লা তাজআলনা ফিতনাতাল
লিল্লাযীনা কাফারু ওয়াগ্ফির লানা রব্বানা
ইন্নাকা আনতাল-আযীযুল হাকীম)।

(১৩২) “হে আমাদের প্রভু! তুমি
আমাদেরকে কাফেরদের নির্যাতনের পাত্র
বানিও না। হে আমাদের প্রভু! তুমি
আমাদের ক্ষমা করো, তুমি তো
মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়” (সূরা
মুমতাহিনা : ৫)।

মহানবী (সা) নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا .

(আল্লাহুমা লা তুসাল্লিত 'আলাইনা মান লা ইয়ারহামুনা) ।

(১৩৩) “হে আল্লাহ! যারা আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবে না তুমি তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না” (তিরমিযী) ।

رَبَّنَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ
لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيْرًا .

(রব্বানা ওয়াজ্জ'আল লানা মিল্লাদুনকা ওয়ালিয়্যান ওয়াজ্জ'আল লানা মিল্লাদুনকা সুলতানান নাসীরা) ।

(১৩৪) “হে আমাদের রব! তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করো এবং আমাদেরকে সাহায্যকারী রাষ্ট্রীয় শক্তি দান করো” (সূরা নিসা : ৭৫ আয়াত এবং সূরা বনী ইসরাঈল ৮০ নং আয়াতের আলোকে) ।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিম্নোক্ত দু’আও পড়তেন

اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ
 سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَاَجْعَلْ عَلَيْهِمْ
 رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ
 الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلٰهِ الْحَقِّ.

(আল্লাহুমা কাতিলিল-কাফারাতাল্লাযীনা
ইয়াসুদুনা ‘আন সাবীলিকা ওয়া
ইয়ুকাযযিবুনা রুসুলাকা ওয়াজ‘আল
‘আলাইহিম রিজযাকা ওয়া ‘আযাবাকা ।
আল্লাহুমা কাতিলিল-কাফারাতাল্লাযীনা
উতুল-কিতাবা ইলাহিল হাক্ক) ।

(১৩৫) “হে আল্লাহ! যেসব কাফের
(মানুষকে) তোমার পথে (আসতে) বাধা
দেয় তাদের নির্মূল করো এবং তাদের প্রতি
তোমার গযব ও শাস্তি অবধারিত করো । হে
আল্লাহ, যথার্থ ইলাহ! যে আহলে কিতাব
সম্প্রদায় অবাধ্যচারী হয়েছে তুমি তাদের
শায়েস্তা করো” (নাসাঈ, হাকেম) ।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

(আল্লাহু ইন্না নাজ্‘আলুকা ফী নুহুরিহিম
ওয়া না‘উযু বিকা মিন শুরুরিহিম) ।

(১৩৬) “হে আল্লাহ! আমি শত্রুদের শত্রুতা
ও তাদের ক্ষতিসাধনের মুকাবিলায়
তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট
থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি”
(আবু দাউদ-২/৮৯, হাকেম) ।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضِدِىْ وَاَنْتَ نَصِيْرِىْ بِكَ
اَجُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ.

(আল্লাহ্‌য়া আনতা ‘আদ্বুদী ওয়া আনতা
নাসীরী বিকা আজ্বলু ওয়া বিকা ‘আসূলু ওয়া
বিকা উকতিলু) ।

(১৩৭) “হে আল্লাহ! তুমি আমার শক্তি,
তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার
সাহায্যে আমি শত্রুর সম্মুখীন হই, তোমারই
সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি” (আবু
দাউদ-৩/৪২, তিরমিযী-৫/৫৭২) ।

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

(হাস্বুনাল্লাহ ওয়া নি‘মাল ওয়াকীল নি‘মাল
মাওলা ওয়া নি‘মান-নাসীর) ।

(১৩৮) “আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং

তিনি কতোই না উত্তম কর্মবিধায়ক”। তিনি
কতো উত্তম পৃষ্ঠপোষক এবং কতো উত্তম
সাহায্যকারী” (বুখারী-৫/১৭২)।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ
স্বৈরাচারী শাসকের অত্যাচারের আশঙ্কা
করলে সে যেনো বলে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ
الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ كُنْ لِىْ جَارًا مِّنْ فُلَانٍ
بْنِ فُلَانٍ وَّاَحْزَابِهِ مِّنْ خَلَاتِقِكَ اَنْ يَّفْرُطَ
عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ اَوْ يَطْغٰى عَزَا جَارُكَ
وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ.

(আল্লাহুস্ সাব্বান্ সামাওয়াতিস্ সাব্বান্,
ওয়া রব্বাল 'আরশিল 'আযীম। কুন লী
জারাম মিন্ ফুলানিব্বনি ফুলানিন, ওয়া
আহুয়াবিহী মিন খালাইকিকা, আইয়্যাফরুত
'আলাইয়্যা আহাদুম মিন্হুম আও ইয়াতগা
আয্যা জারুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লা
ইলাহা ইল্লা আনতা)।

(১৩৯) “হে আল্লাহ সাত আকাশের প্রভু!
মহান আরশের প্রভু! তোমার সৃষ্টিকুলের
মধ্যে অমুকের পুত্র অমুকের বিরুদ্ধে এবং
তার বাহিনীর বিরুদ্ধে তুমি আমার
প্রতিবেশী হয়ে যাও, যাতে তাদের কেউ
আমার উপর বাড়াবাড়ি বা অন্যায়-অত্যাচার

করতে না পারে। তোমার প্রতিবেশিত্ব
মহাপরাক্রমশালী, তোমার প্রশংসা অতি
মহান। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই”
(বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ ৭১২)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি তুমি
স্বৈরাচারী শাসকের নিকট আসো, যার
কঠোরতার ভয় করো, তবে তিনবার এই
দু'আ পড়ো—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهٖ جَمِيعًا
اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ. اَعُوْذُ
بِاَللّٰهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمُمْسِكُ

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فَلَانٍ وَجُنُودِهِ
 وَاتَّبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.
 اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ
 ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا
 إِلَهَ غَيْرُكَ.

(আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আ'আয্যু মিন
 খালকিহী জামী'আন। আল্লাহ্ আ'আয্যু
 মিন্মা আখ্যু ওয়া আহ্যারু। আ'উযু
 বিল্লাহিল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হওয়াল

মুমসিকুস্ সামাওয়াতিস্ সাব্'ঈ আন
 ইয়াকা'না 'আলাল্ আরদি, ইল্লা বিইয়নিহী
 মিন শাররি 'আবদিকা ফুলানিন ওয়া
 জুনুদিহী ওয়া আত্বা'ইহী ওয়া আশয়া'ইহী
 মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি । আল্লাহুমা কুন
 লী জারাম মিন শাররিহিম জাল্লা ছানাউকা
 ওয়া 'আয্যা জারুকা ওয়াতাবারকাসমুকা
 ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা) ।

(১৪০) আল্লাহ মহান, আল্লাহ তাঁর সমস্ত
 সৃষ্টি থেকে মহামর্যাদাবান । আমি যার
 ভয়ে-ভীত তার চেয়ে আল্লাহ
 মহাপরাক্রমশালী । আমি আল্লাহর কাছে
 আশ্রয় চাই যিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যিনি
 নিজ সন্মতি সাপেক্ষে সাত আকাশ পৃথিবীর

উপর পতিত হওয়া থেকে সুস্থির রেখেছেন-
 তাঁর অমুক বান্দার সৈন্য-সামন্ত, তার
 অনুসারী সমস্ত জিন ও ইনসানের অনিষ্ট
 থেকে। হে আল্লাহ! তাদের ক্ষতি থেকে
 রক্ষার জন্য তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও।
 তোমার গুণগান অতি মহান, তোমার
 পড়শিত্ব মহিমাবিত, তোমার নাম অতি
 মহান। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই”
 (বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-৭১৩)।

اَللّٰهُمَّ مَنَزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ
 اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ. اَللّٰهُمَّ اِهْزِمْهُمْ
 وَزَلْزِلْهُمْ.

(আল্লাহুয়া মুনযিলাল কিতাবি সারী‘আল হিসাবি ইহুযিমিল আহুযাব। আল্লাহুয়া ইহুযিমহুম ওয়া যাল্‌যিলহুম)।

(১৪১) “হে আল্লাহ কিতাব নায়িলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! তুমি শত্রুবাহিনীকে পরাভূত ও প্রতিহত করো। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে দমন করো এবং তাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে দাও” (মুসলিম-৩/১৩৬২)।

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ.

(আল্লাহুয়া আকফিনীহিম বিমা শিতা)।

(১৪২) “হে আল্লাহ! এদের বিরুদ্ধে তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে ইচ্ছামতো সেরূপ

আচরণ করো, তারা যেক্রপ আচরণ পাবার
উপযোগী” (মুসলিম-৪/২৩০০)।

৪১. ইমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তির
জন্য দু‘আ

অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়
প্রার্থনা করবে :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(আ‘উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম)।

(১৪৩) উক্ত দু‘আ পাঠে তার সন্দেহ
দূরীভূত হবে (বুখারী-ফাতহুল বারী-
৬/৩৩৬, মুসলিম-১/১২০)।

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ.

(আমানতু বিল্লাহি ওয়া রুসুলিহি) ।

(১৪৪) “আমি আল্লাহ এবং তাঁর
রাসূলগণের উপর ঈমান আনলাম”
(মুসলিম-১/১১৯-১২০) ।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(হুয়াল আওয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াযযাহিরু
ওয়াল-বাতিনু ওয়া হুওয়া বিকুল্লি শায়ইন
'আলীম) ।

(১৪৫) “তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই
প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত এবং সর্ববিষয়ে সুবিজ্ঞ”
(সূরা হাদীদ-৩, আবু দাউদ-৪/৩২৯) ।

৪২. ঋণ পরিশোধের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَ اَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

(আল্লাহুমা আকফিনী বিহালালিকা ‘আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা ‘আম্মান সিওয়াকা)।

(১৪৬) “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার হালাল দ্বারা পরিতুষ্ট করে তোমার হারাম থেকে রক্ষা করো এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ছাড়া অন্য সকলের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও” (তিরমিযী-৫/৫৬০)।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বললেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তামুক্ত ও ঋণে
জর্জরিত হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা)
জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাকে এমন
একটি দু'আ শিখিয়ে দিবো যা পড়লে তুমি
দুশ্চিন্তামুক্ত ও ঋণমুক্ত হয়ে যাবে? তিনি
বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি
সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দু'আ পড়ো :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ .

(আল্লাহু ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল-হাম্বি
ওয়াল ছয়নি ওয়া আ'উযু বিকা
মিনাল-‘আজযি ওয়াল-কাসালি ওয়া আ'উযু
বিকা মিনাল-বুখলি ওয়াল-জুবনি ওয়া
আ'উযু বিকা মিন গালাবাতিত-দায়নি ওয়া
কাহরির-রিজাল) ।

(১৪৭) “হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই তোমার
আশ্রয় চাই দুচ্চিন্তা ও দুর্দশা থেকে, তোমার
কাছে আশ্রয় চাই দুর্বলতা, অলসতা ও
কাপুরুষতা থেকে এবং তোমার কাছে
আরো আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা থেকে ও
মানুষের দমন-পীড়ন থেকে” ।

সাহাবী বলেন, আমি নিয়মিত এ দু'আ

পড়তে থাকলাম। অচিরেই আল্লাহ আমাকে
দুর্দশামুক্ত ও ঋণমুক্ত করে দিলেন (মুওয়ান্না
ইমাম মুহাম্মাদ)।

৪৩. নামাযে শয়তানের উৎপাতে পতিত
ব্যক্তির দু'আ

(১৪৮) উসমান ইবনুল আস (রা) বলেন,
আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান
আমার ও আমার নামাযের মাঝে অনুপ্রবেশ
করে এবং কিরাআতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ঐ শয়তানের
নাম হচ্ছে খিনযিব। যখন তুমি তার
উপস্থিতি অনুভব করো তখন তার থেকে
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং তোমার

বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলো (মুসলিম-
৪/১৭২৯)।

৪৪. কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির দু'আ

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا
وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا.

(আল্লাহ্মা লা সাহ্লা ইল্লা মা জা'আলতাহ্
সাহ্লান ওয়া আনতা তাজ্'আলুল হয্না ইয়া
শি'তা সাহ্লান)।

(১৪৯) “হে আল্লাহ! কোনো কাজই
সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করেছে
তা ছাড়া। আর যখন তুমি ইচ্ছা করো
দুষ্টিত্বকেও সহজসাধ্য করতে পারো”
(ইবনে হিব্বান-২৪২৭, ইবনুস সুন্নী)।

৪৫. পাপ কাজ হয়ে গেলে যা বলবে এবং
যা করবে

(১৫০) যদি কোনো মুসলমান ভুলবশত
পাপ কাজ করার পর উত্তমরূপে উযু করে,
দুই রাক্‌আত নামায পড়ে এবং আল্লাহর
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে মাফ
করে দেয়া হবে (আবু দাউদ-২/৮৬,
তিরমিযী-২/২৫৭)।

৪৬. শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা দূরকারী দু'আ

(১৫১) শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা থেকে
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে অর্থাৎ
আ'উযু বিল্লাহ পড়বে (আবু দাউদ-১/২০৬,
তিরমিযী-১/৭৭)।

(১৫২) মাসনুন দু'আ পড়বে এবং কুরআন তিলাওয়াত করবে। যেমন নবী করীম (সা) বলেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ কবরে পরিণত করো না। কেনোনা শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় (মুসলিম-১/৫৩৯)।

৪৭. সন্তান লাভকারীকে অভিনন্দন

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ
وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ
وَرَزَقْتَهُ بَرَهُ.

(বারাকাদ্বাহ্ লাকা ফিল মাওহুবি লাকা ওয়া

শাকারতাল ওয়াহিবা ওয়া বালাগা আশুদাহ
ওয়া রুযিক্তা বিররাহ) ।

(১৫৩) “আল্লাহ তোমার জন্য এই সন্তানে
বরকত দান করুন, সন্তান দানকারীর
শুকরিয়া আদায় করো, সন্তানটি পূর্ণ বয়সে
পদার্পণ করুক এবং তার ইহসান লাভে
তুমি ধন্য হও” ।

৪৮. অভিনন্দনের জবাবে বলবে

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَزَاكَ اللَّهُ
خَيْرًا وَرَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ وَأَجْزَلَ ثَوَابِكَ.

(বারাকাল্লাহ্ লাকা ওয়া বারাকা ‘আলাইকা
ওয়া জাযাকাল্লাহ্ খাইরান ওয়া রায়াককাল্লাহ্
মিহ্লাহ ওয়া আজ্যালা ছাওয়াবাকা) ।

(১৫৪) “আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন, তোমাকেও এর মতো সম্ভান দান করুন এবং তোমার সওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি করুন” ।

৪৯. সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে শিশুদের রক্ষার দু‘আ

(১৫৫) রাসূলুল্লাহ (সা) হাসান ও হুসাইন (রা)-এর জন্য এই বলে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন-

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ
وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ
يَشْفِيكَ.

(বিসমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইয়ু'যীকা ওয়ামিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনিন হাসিদিন আল্লাহ ইয়াশফীকা) ।

(১৫৬) “আমি আল্লাহর নামে তোমাদের ঝাড়ফুক করছি তোমাদের কষ্ট দেয় এমন প্রতিটি জিনিস থেকে এবং প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষতি থেকে অথবা হিংসূকের বদনজর থেকে । আল্লাহ তোমাদের রোগমুক্ত করুন ।”

৫০. রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ নবী (সা) রোগী দেখতে গেলে তাকে বলতেন—

لَا بَأْسَ طُحُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(লা বা'সা তুহুরূন ইনশাআল্লাহ) ।

(১৫৭) “কোনো ক্ষতি হবে না, ইনশাআল্লাহ পবিত্রতা লাভ করবে” (বুখারী -ফাতহুল বারী-১০/১১৮)।

নবী (সা) বলেন : কেউ কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তার মৃত্যু আসন্ন না হলে সে তার সামনে এই দু’আ সাতবার পাঠ করবে :

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
أَنْ يَشْفِيكَ.

(আস্আলুল্লাহাল ‘আযীমা রব্বাল ‘আরশিল ‘আযীমি আইয়্যাশ্ফীকা)।

(১৫৮) “আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আরশে আযীমের মহান প্রভু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি”।

এর ফলে আল্লাহ তাকে (মৃত্যু) আসন্ন না
হলে রোগমুক্ত করবেন। এ দু'আ সাতবার
পড়বে (তিরমিযী-২/২১০, আবু দাউদ)।

৫১. রোগী দেখতে যাওয়ার ফযীলত

(১৫৯) আলী ইবনে আবু তালিব (রা)
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন
কোনো মুসলমান তার মুসলমান রোগী
ভাইকে দেখতে যায় তখন সে না বসা পর্যন্ত
জান্নাতে সদ্য তোলা ফলের মাঝে চলাচল
করতে থাকে। যখন সে (রোগীর পাশে)
বসে পড়ে আল্লাহর রহমত তাকে বেষ্টন
করে ফেলে। সময়টা যদি সকাল বেলা হয়
তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য

রহমতের দু‘আ করতে থাকে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত । আর যদি সময়টা সন্ধ্যা বেলা হয় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু‘আ করতে থাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত (তিরমিযী-১/২৮৬, ইবনে মাজা-১/২৪৪, আহমাদ) ।

৫২. মুম্বু রোগীর দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاَرْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ
بِالرَّفِيقِ الْاَعْلٰى.

(আল্লাহ্মাগ্ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আলহিক্নী বির রফীকিল আ‘লা) ।

(১৬০) “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো,

আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে মহান
বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও” (বুখারী-৭/১০,
মুসলিম-৪/১৮৯৩)।

৫৩. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া

(১৬১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন, “দুনিয়াতে যার শেষ
কথা হবে—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

“সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে” (আবু দাউদ-৩/১৯০)।

৫৪. যে কোনো বিপদে পতিত ব্যক্তির দু’আ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ

أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلَفَ لِي خَيْرًا
مِّنْهَا.

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।
আল্লাহুমা আজুরনী ফী মুসীবাती ওয়াখলুফ
লী খাইরাম মিন্‌হা)।

(১৬২) “আমরা আল্লাহর জন্য এবং
আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।
হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের
বিনিময়ে সওয়াব দাও এবং তার চেয়েও
উত্তম কিছু প্রদান করো (মুসলিম-২/৬৩২)।

৫৫. মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَّارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي

الْمَهْدِيِّينَ وَآخُلُفَهُ فِي عَقْبِهِ فِي
 الْغَابِرِينَ وَآغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ
 الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ
 لَهُ فِيهِ.

(আল্লাহ্মাগফির লিফুলানিন (মৃতের নাম
 বলবে) ওয়ার্ফা' দারজাতাহ ফিল
 মাহ্দিয়ীনা ওয়াখলুফহ ফী আকিবহী ফিল
 গাবিরীনা ওয়াগ্ফির লানা ওয়ালাহ ইয়া
 রব্বাল 'আলামীন। ওয়াফ্সাহ্ লাহ ফী
 কাব্রিহী ওয়া নাব্বির লাহ ফীহি)।

(১৬৩) “হে আল্লাহ! তুমি তাকে (মৃত

ব্যক্তির নাম ধরে) ক্ষমা করো, যারা হেদায়াত লাভ করেছে, তাদের মাঝে তার মর্যাদা উঁচু করে দাও এবং যারা রয়ে গেছে তাদের মাঝে থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানাও। হে বিশ্বপ্রভু! আমাদের ও তার গুনাহ মাফ করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত করো এবং তার জন্য তা আলোকময় করে দাও” (মুসলিম-২/৬৩৪)।

৫৬. জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আ

রাসূলুল্লাহ (সা) আবু সালামা (রা)-র জানাযায় এই দু‘আ পড়েন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاَعْفُ

عَنْهُ وَأَكْرَمَ نَزْلَهُ وَوَسَّعَ مَدْخَلَهُ وَأَغْسَلَهُ
 بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقَّاهُ مِنْ
 الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ
 مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلَهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ
 وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ
 زَوْجِهِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدَّ لَهُ مِنْ عَذَابِ
 الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

(আল্লাহ্‌মাগফির লাহ ওয়ারহামহ ওয়া
 'আফিহি ওয়া'ফু 'আনহ ওয়া আকরিম
 নুযুলাহ ওয়াওয়াসসি' মুদখালাহ ওয়াগসিলহ

বিলম্বায়ি ওয়াস্‌সালজি ওয়ালবারাদি
ওয়ানাককিহি মিনাল খাতাইয়া কামা
নাঙ্কাইতাছ্ ছাওবাল আবয়াদা মিনাদদানাসি
ওয়া আবদিলহ্ দারান খাইরাম মিন দারিহি
ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহি ওয়া
যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহি ওয়া
আদখিলহ্‌ল জান্নাতা ওয়া আয়িযহ্‌ মিন
'আযাবিল কাবরি ওয়া 'আযাবিন্-নার) ।

(১৬৪) “হে আব্বাহ! তুমি তাকে মাফ
করো, তাকে দয়া করো, তাকে পূর্ণ
নিরাপত্তায় রাখো । তাকে মাফ করো,
মর্যাদার সাথে তার মেহমানদারী করো ।
তার বাসস্থান প্রশস্ত করে দাও । তুমি তাকে
ধৌত করো, পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ।

তুমি তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার
করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা
দূর করা হয়। তাকে এই (দুনিয়ার)
পরিবারের বদলে উত্তম পরিবার দান করো,
তার এই স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করো
এবং তুমি তাকে জান্নাতে দাখিল করো,
তাকে কবরের আযাব ও দোযখের আযাব
থেকে রক্ষা করো” (মুসলিম-২/৬৬৩)।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا
وَعَائِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأُنثَانَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ
عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ

عَلَى الْإِيمَانِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ
وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

(আল্লাহুমাগফির লিহায়িনা ওয়া মায়্যিতিনা
ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সগীরিনা
ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া
উনছানা। আল্লাহুমা মান আহুয়াইতাছ মিন্না
ফাআহুয়িহি ‘আলাল-ইসলাম। ওয়ামান
তাওয়াফুফাইতাছ মিন্না ফাতাওয়াফুফাছ
‘আলাল ইমান। আল্লাহুমা লা তাহরিমনা
আজরাছ ওয়ালা তাফতিন্না বা‘দাহ)।

(১৬৫) “হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও
মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়ো
এবং নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করো। হে
আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাদের তুমি

জীবিত রাখো তাদেরকে ইসলামের উপর
 জীবিত রাখো এবং যাদেরকে মৃত্যু দান
 করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান
 করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার
 সওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং তার
 মৃত্যুর পর আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না”
 (ইবনে মাজা-১/৪৮০, আহমাদ-২/৩৬৮)।

৫৭. কবরে লাশ রাখার দু‘আ

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.

(বিসমিল্লাহি ওয়া ‘আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি।

(১৬৬) “(আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে
 এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের দীনের উপর রাখছি” (আবু দাউদ-৩/৩১৪)।

৫৮. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ.

(আল্লাহ্মাগফির লাহ্ আল্লাহ্মা সাব্বিতহ)।

(১৬৭) “হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা করো, তাকে স্থির রাখো”

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য দু‘আ করো। কেনোনা এখনই সে জিজ্ঞাসিত হবে’ (আবু দাউদ-৩/৩১৫, হাকেম)।

৫৯. কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا اَهْلَ الدِّیَارِ مِنْ
اَلْمُؤْمِنِیْنَ وَاَلْمُسْلِمِیْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ
اَللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَیَرْحَمُ اَللّٰهُ
اَلْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنَّا وَاَلْمُسْتَآخِرِیْنَ نَسْأَلُ
اَللّٰهَ لَنَا وَلَكُمْ اَلْعَافِیَةَ.

(আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ
দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা
ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূনা
ওয়াইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না

ওয়াল মুসতাখিরীনা নাসআলুল্লাহা লানা
ওয়ালাকুমুল 'আফিয়াহ)।

(১৬৮) “হে কবরবাসী মুমিন ও
মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত
হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের
সাথে মিলিত হবো। আল্লাহ আমাদের
পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদের প্রতি দয়া
করুন। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের
জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা
করি” (মুসলিম-২/৬৭১), ইবনে মাজা)।

৬০. ঝড়-তুফানে যে দু'আ পড়তে হবে

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَیْرَهَا وَاَعُوْذُبُكَ
مِنْ شَرِّهَا.

(আল্লাহু ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া
আউযু বিকা মিন শাররিহা) ।

(১৬৯) “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট
এর (ঝড়-তুফানের) মধ্যকার কল্যাণ চাই ।
আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এর
অনিষ্ট থেকে” (আবু দাউদ-৪/৩২৬, ইবনে
মাজা-২/১২২৮) ।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا
فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ . وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا
اُرْسِلَتْ بِهٖ .

(আল্লাহু ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া

খাইরা মা ফীহা ওয়া খাইরা মা উরসিলাত
বিহী । ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া
শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী) ।

(১৭০) “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট
এর (ঝড়-তুফানের) মধ্যকার কল্যাণ চাই
এবং সেই কল্যাণ যা এর সাথে প্রেরিত
হয়েছে । আমি তোমার আশ্রয় চাই এর
অনিষ্ট থেকে এবং এর ভেতরে নিহিত অনিষ্ট
থেকে এবং যে ক্ষতি এর সাথে প্রেরিত
হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে” (বুখারী-৪/৭৬,
মুসলিম-২/৬১৬) ।

৬১. মেঘের গর্জন শুনে পড়বে

‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) মেঘের গর্জন
শুনলে কথা বলা বন্ধ করে দিতেন এবং এই
দু'আ পড়তেন :

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ
وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.

(সুবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর-রা'দু বিহামদিহি
ওয়াল-মালান্কে মিন খিফতিহি)।

(১৭১) “পবিত্র মহান সেই সত্তা যার
পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে তাঁর
প্রশংসার সাথে মেঘের গর্জন এবং তাঁর ভয়ে
কাতর হয়ে ফেরেশতাগণও” (মুওয়াত্তা
ইমাম মালেক-২/৯৯২)।

৬২. বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আসমূহ

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا
نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ أَجَلٍ.

(আল্লাহুমা আসকিনা গাইছান মুগীছান
মারী'য়ান মুরী'য়ান নাফি'য়ান গাইরা দ্বাররিন
'আজিলান গাইরা আজিলিন)।

(১৭২) “হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন
বৃষ্টির পানি দান করো যা সুপেয়, ফসল
উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকারক নয়,
শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়” (আবু
দাউদ-৩০৩)।

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا.

(আল্লাহুমা আগিছনা আল্লাহুমা আগিছনা
আল্লাহুমা আগিছনা)।

(১৭৩) “হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি
দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও”
(বুখারী-১/২২৪, মুসলিম-২/৬১৩)।

اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَاَنْشُرْ
رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

(আল্লাহুমা আসকি ‘ইবাদাকা ওয়া
বাহাইমাকা ওয়ানশুর রহমাতাকা ওয়া
আহুয়ি বালাদাকাল মায়িতা)।

(১৭৪) “হে আল্লাহ! তুমি তোমার
বান্দাগণকে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে পানি
পান করাও, তোমার রহমত বিস্তার করো,
তোমার মৃত শহরকে সজীব করো” (আবু
দাউদ-১/৩০৫, আয়্কারে নব্বী, পৃ. ১৫০)।

৬৩. বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ
اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا.

(আল্লাহুমা সায্যিবান নাফি'আন)।

(১৭৫) “হে আল্লাহ! পর্যাপ্ত পরিমাণে
উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করো” (বুখারী, ফাতহুল
বারী-২/৬১৩)।

৬৪. বৃষ্টি বর্ষণের পর দু'আ
مُطَرِّنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ.

(মুতিরনা বিফাদলিল্লাহি ওয়া রহমাতিহি)।

(১৭৬) “আল্লাহর রহমতে আমাদের
এখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে” (বুখারী-
১/২০৫, মুসলিম-১/৮৩)।

৬৫. অতিবৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى
الْاَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ
وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

(আল্লাহ্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা 'আলাইনা ।
আল্লাহ্মা আলাল-আকামি ওয়াযযিরবি
ওয়াবুতুনিল আওদিয়াতি ওয়ামানাবিতিশ
শাজারি) ।

(১৭৭) “হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী
এলাকায় বর্ষণ করো, আমাদের উপর নয় ।
হে আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড়-পর্বতে,

উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ
করো” (বুখারী-১/২২৪, মুসলিম-২/৬১৪)।

৬৬. নতুন চাঁদ দেখে যে দু‘আ পড়বে

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ
وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ
لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى رَبَّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.
(আল্লাহ্ আকবার আল্লাহুমা আহিল্লাহ্
‘আলাইনা বিলআম্নি ওয়ালইম্যানি
ওয়াস্‌সালামাতি ওয়াল-ইসলামি
ওয়াত্‌তাওফীকি লিমা তুহিবু রব্বুনা ওয়া
তারদা রব্বুনা ওয়া রব্বুকাল্লাহ)।

(১৭৮) “আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! এই

নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি পছন্দ করো, আর যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, আমাদের তারই তৌফীক দাও। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু” (তিরমিযী-৫/৫০৪, দারিমী-১/৩৩৬)।

৬৭. ইফতারের সময় দু‘আ

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ
الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(যাহাবায-যামাউ ওয়াব্‌তাল্লাতিল ‘উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ)।

(১৭৯) “পিপাসা দূরীভূত হয়েছে,

শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহর
মর্জি সওয়াব প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে (আবু
দাউদ-২/৩০৬)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইফতারের সময়
রোযাদারের দু'আ কবুল হওয়ার একটা
মুহূর্ত আছে যখন তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।
ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, আমি
আবদুল্লাহ ইবন আমর থেকে শুনেছি, তিনি
ইফতারের সময় বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ.

(আল্লাহ্মা ইন্নী আসআলুকা
বিরহ্মাতিকাল্লাতী ওয়াসি‘আত কুল্লা
শায়ইন আন তাগফিরা লী) ।

(১৮০) “হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত
সকল কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে তার
উসীলায় আবেদন করি যে, তুমি আমাকে
ক্ষমা করো” (ইবনে মাজা-১/৫৫৭, শরহে
আয্কার-৪/৩৪২) ।

৬৮. খাওয়ার পূর্বে দু‘আ

(১৮১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেন : যখন তোমাদের কেউ আহার শুরু
করে তখন সে যেনো ‘বিস্মিল্লাহ’ বলে এবং
শুরুতে বলতে ভুলে গেলে যেনো বলে :

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ.

“বিস্মিল্লাহি আওওয়ালাহ ওয়া আখিরাহ) ।

“এর শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে” ।

আহার শেষে বলবে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا
مِّنْهُ.

(আল্লাহ্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া
আতইম্না খাইরাম-মিনহ) ।

(১৮২) “হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এই
খাদ্যে বরকত দাও এবং এর চেয়েও উত্তম
খাদ্য আহার করাও” (হাদীস) ।

৬৯. দুধ পান করলে সে যেনো বলে :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

(আল্লাহুমা বারিক লানা ফীহি ওয়াযিদনা মিনহু)।

(১৮৩) “হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এই খাদ্যে বরকত দাও এবং আরো বেশী করে দাও” (তিরমিযী-৫/৫০৬)।

৭০. আহার শেষে দু‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ هَٰذَا
وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَا قُوَّةَ.

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত‘আমানী হাযা

ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম-মিন্নী
ওয়ালা কুওওয়াতিন)।

(১৮৪) “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি
আমাকে এই আহার করালেন এবং এই
রিযিক দিলেন আমার উদ্যোগ ও
শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই” (আবু দাউদ,
আহমাদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী-৩/১৫৯)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا
فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدِّعٍ وَلَا
مُسْتَغْنٰى عَنْهُ رَبَّنَا.

(আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান
তায়্যিবাম মুবারাকান ফীহি গাইরা

মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুয়াদ্দাইন ওয়ালা
মুসতাগনা আনহু রব্বুনা)।

(১৮৫) “পাক-পবিত্র, বরকতময়, অনেক
অনেক প্রশংসা, সমস্তই আল্লাহর জন্য। হে
আমাদের প্রভু! যে খাদ্য থেকে বিমুখ হতে
পারবো না তা কখনো চিরতরে বিদায় দিতে
পারবো না এবং তা থেকে অমুখাপেক্ষীও
হতে পারবো না।” (বুখারী-৬/২১৪,
তিরমিযী-৫/৫০৭)।

৭১. আহারের আয়োজনকারীর জন্য
মেহমানের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِیْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ
لَهُمْ وَاَرْحَمْهُمْ.

(আল্লাহুমা বারিক লাহ্ম ফীমা রাযাক্তাহ্ম
ওয়াগ্‌ফির লাহ্ম ওয়ারহামহ্ম) ।

(১৮৬) “হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে
রিষিক দান করেছো তাতে তাদের জন্য
বরকত দাও, তাদের গুনাহ মাফ করো এবং
তাদের প্রতি দয়া করো” (মুসলিম-৩/১৬১৫) ।

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاَسْقِ مَنْ
سَقَانِىْ.

(আল্লাহুমা আতইম মান আত‘আমানী
ওয়াআসকি মান সাকানী) ।

(১৮৭) “হে আল্লাহ! যারা আমাকে আহার
করালো তুমি তাদেরকে আহার করাও এবং

যারা আমাকে পান করালো তুমি তাদেরকে
পান করাও” (মুসলিম-৩/১২৬) ।

৭২. হাঁচি দিয়ে যা বলতে হয়

(১৮৮) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেছেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে
‘আলহামদু লিল্লাহি’ বলবে এবং যেই
মুসলমান তা শুনবে সে অবশ্যই
‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলবে । হাঁচিদাতা তার
উত্তরে বলবে,

يَهْدِيْكُمْ اللهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ.

(ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম) ।

“আল্লাহ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন

এবং আপনাদের অবস্থা উন্নত করুন”
(বুখারী-৭/১২৫)।

(১৮৯) কাকের ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আলহামদু
লিল্লাহ বললে তার জবাবে বলবে :

يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ.

“(ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইয়ুসলিহ বালাকুম)।
(তিরমিযী ৫/৮২, আহমাদ-৪/৪০০)।

৭৩. নব-দম্পতির জন্য দু‘আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ
بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

(বারাকাল্লাহু লাকা ওয়াবারাকা ‘আলাইকা
ওয়া জামা‘আ বাইনাকুমা ফী খাইরিন্)।

(১৯০) “আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমার উপর বরকত নাযিল করুন এবং কল্যাণে তোমাদের উভয়কে অংশীদার করুন” (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী-১/৩১৬)।

৭৪. স্ত্রী-সহবাসের পূর্বের দু‘আ

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ
الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুমা জান্নিবনাশ্-শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ্-শাইতানা মা রযাকতানা)।

(১৯১) “আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখো এবং

আমাদেরকে তুমি যে সন্তান দান করবে
তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো”
(বুখারী-৬/১৪১, মুসলিম ২/১০২৮)।

৭৫. ক্রোধ দমনের দু‘আ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

(আউযু বিল্লাহি মিনাশ্-শাইতানির
রাজীম)।

(১৯২) “আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই
অভিশপ্ত শয়তান থেকে” (বুখারী-৭/৯৯,
মুসলিম-৪/২০১৫)।

৭৬. বিপন্ন লোক দেখে মনে মনে যে
দু‘আ পড়তে হয়

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ
 بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ
 تَفَضُّلاً.

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী ‘আফানী
 মিম্মাব্‌তালাকা বিহী ওয়া ফাদ্দালানী ‘আলা
 কাছীরিন মিম্মান খালাকা তাফ্দীলা) ।

(১৯৩) “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি
 তোমাকে যে পরীক্ষায় ফেলেছেন তা থেকে
 আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির
 অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক দয়া
 করেছেন” (তিরমিযী-৫/৪৯৪, ৪৯৩) ।

৭৭. মজলিসে যে দু'আ পড়তে হয়

“ইবনে উমার (রা) বলেন, হিসাব করে দেখা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈঠক থেকে উঠে যাবার পূর্বে শতবার এই দু'আ পড়তেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الْغَفُورُ.

(রব্বিগ্‌ফির লী ওয়াতুব 'আলায়্যা ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুল গাফুর)।

(১৯৪) “হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে মাফ করো এবং আমার তওবা কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল” (তিরমিযী-৩/১৫৩, ইবনে মাজা-২/৩২১)।

৭৮. বৈঠকের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

(সুব্হানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহাম্দিকা
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা
আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা)।

(১৯৫) “হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা
সহকারে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি।
আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ছাড়া আর
কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট
ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট
তওবা করি” (আবু দাউদ, নাসাই,
তিরমিযী-৩/১৫৩, ইবনে মাজা)।

৭৯. যা দ্বারা বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়

(১৯৬) ‘হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো মজলিসে বসতেন বা কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথবা নামায পড়তেন এসব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতেন উক্ত শব্দগুলো দ্বারা। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আব্বাহর রাসূল! আপনি কোনো মজলিসে বসেন বা কুরআন তিলাওয়াত করেন অথবা নামায পড়েন, আমি আপনাকে দেখি এ সকলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এই শব্দগুলো পাঠ করে (এর কারণ কি)। তিনি

বলেন, হাঁ, যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক কথা বলে তার সমাপ্তি হবে এই কল্যাণের উপর। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণমূলক কথা বলবে এই শব্দগুলো তার জন্য কাফ্যারাস্বরূপ হবে :

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

সুব্বানাকা ওয়া বিহাম্দিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা” (নাসাঈ, মুসনাদ আহমাদ-৬/৭৭)।

৮০. সদাচরণকারীর জন্য দু‘আ

(১৯৭) ‘যে কেউ কারো প্রতি সদাচরণ করলে যেনো তাকে বলে-

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا.

(জাযাকাল্লাহু খাইরান) ।

“আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন” । তাহলে সে পূর্ণ মাত্রায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো (তিরমিযী, হাদীস নং ২০৩৫) ।

৮১. দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার দু’আ

(১৯৮) যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করলো তাকে দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা হবে । আর প্রতি নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদের পর তার বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর

নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে”
(মুসলিম-১৫৫৫)।

৮২. আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা
পোষণকারীর জন্য দু‘আ

أَحَبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ.

(আহাব্বাকাল্লাযী আহ্বাব্বতানী লাহ্)।

(১৯৯) “আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসুন যার
জন্য তুমি আমাকে ভালোবাসো” (আবু
দাউদ-৪/৩৩৩)।

৮৩. কেউ কিছু দান করলে তার জন্য
দু‘আ

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

(বারাকাল্লাহ্‌ লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা) ।

(২০০) “আল্লাহ্‌ তোমার সম্পদে ও
পরিবারবর্গে বরকত দান করুন” (বুখারী) ।

৮৪. শিরক থেকে আত্মরক্ষার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا
اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ .

(আল্লাহ্‌হু ইন্নী আ‘উযু বিকা আন উশ্রিকা
বিকা ওয়া আনা আ‘লামু ওয়া
আস্তাগফিরুকা লিমা লা আ‘লামু) ।

(২০১) “হে আল্লাহ্‌! আমি জ্ঞাতসারে
তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার
নিকট আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞাতসারে

(শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করি”
(আহমাদ-৪/৪০৩, সহীহ আল্ জামে-৩/২৩৩)।

৮৫. অশুভ লক্ষণ থেকে রক্ষার দু’আ

اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ اِلَّا
خَيْرُكَ وَلَا اِلَهَ غَيْرُكَ.

(আল্লাহ্মা লা তাইরা ইল্লা তাইরুকা ওয়ালা
খাইরা ইল্লা খাইরুকা ওয়ালা ইলাহা
গাইরুকা)।

(২০২) “হে আল্লাহ! তুমি কিছু ক্ষতি না
করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই।
তোমার দেয়া কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ
নেই। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই”

(আহমাদ-২/২২০, নং ৭০৪৫; ইবনে সুন্নী,
হাদীস নং ২৯২)।

৮৬. পণ্ডিতের সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا
جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

(আল্লাহুমা ইন্নী আস্আলুকা খাইরাহা ওয়া
খাইরা মা জাবালতাহা ‘আলাইহি ওয়া
আ‘উযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা
জাবালতাহা ‘আলাইহি)।

(২০৩) “হে আল্লাহ! তোমার নিকট এর

মধ্যকার কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং কামনা করি যে কল্যাণকর স্বভাব দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছে তাও। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট থেকে এবং তার প্রবৃত্তির অকল্যাণ থেকে যা দিয়ে তুমি একে সৃষ্টি করেছে” (আবু দাউদ-২/২৪৮, ইবনে মাজা-১/৬১৭)।

৮৭. যানবাহনে আরোহণের দু‘আ

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ.
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

(বিস্মিল্লাহি ওয়ালহাম্দু লিল্লাহি,
সুব্হানাদ্বাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা
কুন্না লাহু মুকরিনীন । ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা
লামুনকালিবুন ।

(২০৪) “আমি আল্লাহর নামে আরোহণ
করছি । সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য । পবিত্র
মহান সেই সত্তা যিনি একে আমাদের জন্য
বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা
একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না ।
আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো
আমাদের প্রভুর দিকে” ।

তারপর তিনবার ‘আল্হাম্দু লিল্লাহ’ এবং
তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে ।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ.

(সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ইন্নী যলাতমু নাফসী
ফাগফির লী । ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্ফিরু-
যুনুবা ইল্লা আন্তা) ।

(২০৫) “হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, আমি
আমার নিজের উপর যুলুম করেছি । সুতরাং
তুমি আমাকে মাফ করে দাও । কেনোনা
তুমি ভিন্ন গুনাহ মাফ করার আর কেউ
নেই” (আবু দাউদ-৩/৩৪, তিরমিযী-৫/৫০১) ।

৮৮. সফরের দু'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ
الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ
مُقَرَّرِیْنَ. وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِیْ سَفَرِنَا هَٰذَا الْبِرَّ
وَالتَّقْوٰی وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰی. اَللّٰهُمَّ
هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ
وَالْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ

بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ
وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

(আব্বাহ্ আকবার আব্বাহ্ আকবার আব্বাহ্
আকবার । সুব্হানাব্বাহী সাখ্খারা লানা হাযা
ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীনা । ওয়া ইন্না ইলা
রব্বিনা লামুনকালিবুন ।

আব্বাহ্‌য়্যা ইন্না নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা
হাযাল-বিররা ওয়াত্‌তাক্‌ওয়া ওয়ামিনাল
‘আমালি মা তারদা । আব্বাহ্‌য়্যা হাব্বিন
‘আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াতবি ‘আন্না
বু‘দাহ্ । আব্বাহ্‌য়্যা আনতাস সাহিবু ফিস
সাফারি ওয়াল-খালীফাতু ফিল আহ্‌লি ।

আল্লাহ্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিন
ওয়া‘ছাইস্-সাফারি ওয়া কা‘বাতিল মানযারি
ওয়া সূইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি)।

(২০৬) (তিনবার) ‘আল্লাহ আকবার’
(বলবে তারপর এই দু‘আ পড়বে) : “পবিত্র
মহান সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য একে
বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা
একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না।
আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর নিকট
প্রত্যাবর্তন করবো। হে আল্লাহ! আমাদের
এই সফরে পুণ্য ও তাকওয়া অর্জনের জন্য
তোমার নিকট আবেদন জানাই এবং আমরা
এমন কাজের সামর্থ্য চাই যা তুমি পছন্দ
করো। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই

সফরকে সহজসাধ্য করে দাও এবং এর
 দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও। হে
 আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী
 এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণকারী।
 হে আল্লাহ! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা
 করি সফরের কষ্ট-ক্লেশ থেকে, কষ্টদায়ক
 দৃশ্য দর্শন থেকে এবং সফর থেকে
 প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের
 ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন থেকে”।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
 সফর থেকে ফিরে এসে নিম্নলিখিত দু’আও
 পড়তেন :

اٰمِنُوْنَ تَاٰمِنُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

(আইব্বনা তাইব্বনা ‘আবিদ্বনা লিরব্বিনা হামিদ্বনা)।

(২০৭) “আমরা (সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছি) তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী হিসেবে”
(মুসলিম-২/৯৯৮)।

৮৯. গ্রাম বা শহরে প্রবেশের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ
وَرَبَّ الْاَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ
الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّلْنَ وَرَبَّ الرِّيَّاحِ
وَمَا ذَرَيْنِ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا. وَاَعُوْذُ بِكَ

مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا.

(আল্লাহুমা রব্বাস্-সামাওয়াতিস্ সাব'ঈ ওয়ামা আযলালনা ওয়ারব্বাল আরাদীনাস্ সাব'ঈ ওয়ামা আকলালনা ওয়া রব্বাশ শাইয়াতীনি ওয়ামা আদলালনা ওয়া রব্বার-রিয়াহি ওয়ামা যারাইনা আস্আলুকা খাইরা হাযিহিল কার্ইয়াতি ওয়া খাইরা আহলিহা ওয়া খাইরা মা ফীহা। ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা ফীহা)।

(২০৮) “হে আল্লাহ! সাত আকাশের এবং তার ছায়ার প্রভু, সাত স্তর যমীন ও তার পরিবেষ্টিত স্থানের প্রভু, শয়তানদের এবং

ওদের পথভ্রষ্টদের প্রভু, প্রবল ঝড়ো হাওয়া
 এবং তা যা কিছু ধুলি উড়ায় তার প্রভু!
 আমি তোমার নিকট এই মহান্নার কল্যাণ,
 এই মহান্নাবাসী থেকে কল্যাণ এবং এর
 মাঝে যা কিছু কল্যাণ আছে সবটাই প্রার্থনা
 করি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই
 এর অনিষ্ট থেকে, এখানে বসবাসকারীদের
 অনিষ্ট থেকে এবং এর মাঝে যা কিছু অনিষ্ট
 আছে তা থেকে” (হাকেম, আয- যাহবী-২/১০০)।

৯০. বাজারে প্রবেশের দু‘আ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ

حَيَّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহ্ লা শারীকা
লাহ্ লাহল-মুলকু ওয়ালাহল-হাম্দু ইয়ুহয়ি
ওয়াইয়ুমীতু ওয়াহুওয়া হায্যুন লা ইয়ামূতু
বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি
শায়ইন কাদীর) ।

(২০৯) 'আল্লাহ ছাড়া কেনো ইলাহ নেই ।
তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব
তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর । তিনিই জীবন
দান করেন এবং তিনিই মারেন । তিনি
চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না ।

সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে নিহিত।
তিনি সকল কিছুর উপর সর্বময় শক্তির
অধিকারী” (তিরমিযী-৫/৪৯১, হাকেম-১/৫৩৮)।

৯১. বাড়ির লোকজনের জন্য মুসাফিরের
দু‘আ

أَسْتَودِعُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ
وَدَائِعُهُ.

(আস্‌তাওদি‘উ কুমুল্লাহাল্লাযী লা তাদী‘উ
ওয়াদাই‘উহ)।

(২১০) “আমি তোমাদেরকে আল্লাহর
হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যাঁর হেফাযতে
অবস্থানকারী কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না”
(আহমাদ-২/৪০৩, ইবনে মাজা-২/৯৪৩)।

৯২. মুসাফিরের জন্য বাড়ির লোকজনের
দু'আ

أَسْتَودِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ
عَمَلِكَ.

(আস্তাওদি 'উল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতাকা
ওয়া খাওয়াতীমা 'আমালিকা)।

(২১১) “আমি তোমার দীন, তোমার
বিশ্বস্ততা এবং তোমার সর্বশেষ আমলকে
আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি”
(আহমাদ-২/৭, তিরমিযী-৫/৪৯৯)।

৯৩. ‘উঁচু ও নীচু স্থানে উঠা-নামার দু'আ
'জাবের (রা) বলেন,

كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

(২১২) “আমরা যখন উঁচুতে আরোহণ করতাম তখন ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলতাম এবং যখন নীচের দিকে নামতাম তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতাম” (বুখারী-ফাতহুল বারী-৬/১৩৫)।

৯৪. আনন্দদায়ক কিছু দেখলে

(২১৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দদায়ক কিছু দেখে বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ
الصَّالِحَاتُ.

(আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি‘মাতিহী
তাতিশ্বুস সালিহাত) ।

“আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যার
নেয়ামতের কল্যাণে সৎকাজ সুসম্পন্ন হয়” ।
তিনি কোনো ক্ষতিকরসমূহ ব্যাপার দেখে
বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ.

“সকল অবস্থায় সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর
জন্য” (ইবনুস সুন্নী, হাকেম) ।

৯৫. নবী (সা)-এর উপর দরুদ পাঠের
ফযীলত

দরুদ পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা
বলেন :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۖ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

(২১৪) “নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও” (সূরা আহযাব : ৫৬)।

مَنْ صَلَّى عَلَىٰ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
عَشْرًا.

(২১৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন (মুসলিম-১/২৮৮)।

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِىْ عَيْدًا وَصَلُّوا عَلَیَّ
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلَغُنِیْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

(২১৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা আমার কবরকে পূজনীয় মূর্তিতে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করো। কেনোনা তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যায় তোমরা

যেখানেই থাকো না কেনো” (আবু দাউদ-
২২১৮, আহমাদ-২/৩৬৭)।

الْبَخِيلُ الَّذِي ذُكِرَتْ عِنْدُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ.

(২১৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেন : যার সামনে আমার নাম উল্লেখ
করা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ
পড়লো না সে বড়োই কৃপণ (তিরমিযী, ৫/৫৫১)।

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ
يُبَلِّغُونَ مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

(২১৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন : পৃথিবীতে আল্লাহ

পাকের একদল ভ্রাম্যমাণ ফেরেশতা রয়েছে যারা উম্মতের পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়” (নাসাঈ, হাকেম)।

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
رُوحِي حَتَّىٰ أَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

(২১৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি আমাকে সালাম দেয় তখন আল্লাহ আমার রুহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি সালামের জবাব দিতে পারি” (আবু দাউদ-২০৪১)।

৯৬. সালামের প্রসার

(২২০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দিবো না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো (মুসলিম-১/৭৪)।

(২২১) আমাদের ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে তার মাঝে ঈমানের সব স্তরই আছে : (১) ন্যায়বিচার, (২) ছোট-বড়ো সকলকে সালাম দেয়া (৩) অল্প সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সৎকাজে ও

অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করা (বুখারী
ফাতহুল বারী-১/৮২, মুআল্লাক)।

(২২২) ‘আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)
থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো,
ইসলামের কোন কাজটি শ্রেষ্ঠ? নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
মানুষকে তোমার আহার করানো এবং
তোমার পরিচিত-অপরিচিত সকলকে
সালাম দেয়া (বুখারী-ফাতহুল বারী-১/৫৫,
মুসলিম-১/৬৫)।

৯৭. যাকে তুমি গালি দিয়েছো তার জন্য
দু‘আ করো

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ
 فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ
 قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(আল্লাহুমা ফাআইয়্যুমা মু'মিনিন্ সাবাবতুহু
 ফাজ্'আল যালিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা
 ইয়াওমাল কিয়ামাতি) ।

(২২৩) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে আল্লাহ! কোনো
 মুমিনকে আমি গালি দিয়ে থাকলে তা তার
 জন্য কিয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য
 লাভের উপায় (উসীলা) করে দাও” (বুখারী-ফাতহুল
 বারী-(১১/১৭১, মুসলিম-৪-২২০০৭) ।

৯৮. হজ্জ ও উমরার তালবিয়াহ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ
لَا شَرِيكَ لَكَ.

(লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা লা
শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল-হাম্দা
ওয়ান-নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক। লা
শারীকা লাকা)।

(২২৪) “হে আল্লাহ! আমি তোমার
দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে
উপস্থিত, তোমার কোনো অংশীদার নেই,
তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সকল

প্রশংসা ও নেয়ামত এবং রাজত্ব তোমার ।
তোমার কোনো অংশীদার নেই”
(বুখারী-৩/৪০৮, মুসলিম-২/৮৪১) ।

৯৯. হাজরে আসওয়াদের সামনে
তাকবীর বলা

(২২৫) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম উটের উপর আরোহণ করে
কা'বা ঘর তাওয়াফ করলে, যখন তিনি
হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌছতেন তখন
সেদিকে কোনো কিছু দ্বারা ইশারা করতেন
এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন”
(বুখারী-ফাতহুল বারী-৩/৪৭৬) ।

(২২৬) ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে
ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পড়তেন :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(রব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্যা হাসানাতাও
ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা
'আযাবান্ নার) ।

(২২৭) “হে আমাদের প্রভু! তুমি
আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ
দান করো এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি
থেকে রক্ষা করো” (আবু দাউদ-২/১৭৯,
আহমাদ-৩/৪১১) ।

১০০. সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে যা পড়বে
জাবের (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে
এই আয়াত পড়তেন :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.

(ইন্নাসসাফা ওয়াল-মারওয়াতা মিন
শা‘আইরিলাহ)।

(২২৮) “নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া
আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত” (সূরা
বাকারা : ১৫৮)।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ যেখান থেকে
শুরু করেছেন আমিও সেখান থেকে শুরু

করবো। অতএব তিনি সাফা পর্বতে
 আরোহণ করে কা'বা শরীফ দেখে
 কিবলামুখী হন, তারপর আল্লাহর একত্ব
 (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বর্ণনা করেন এবং
 তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলেন, অতঃপর
 এই দু'আ পড়েন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ
 وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা

লাহ্ লাহ্‌ল মুলকু ওয়া লাহ্‌ল হাম্দু ওয়া
হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কদীর । লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহ্‌দাহ্ আনজাযা ওয়া‘দাহ্
ওয়ানাসারা ‘আব্দাহ্ ওয়া হাযামাল-
আহ্‌যাবা ওয়াহ্‌দাহ্) ।

(২২৯) “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই,
তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব
তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর । তিনি সকল
কিছুর উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী ।
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক,
তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর
বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি
একাই শত্রুবাহিনীকে পরাভূত করেছেন ।”

এভাবে তিনি এর মধ্যবর্তী স্থানেও দু'আ করতে থাকেন। এই দু'আ তিনবার পাঠ করেন। হাদীসে আরো আছে, তিনি মারওয়াতেও অনুরূপ করতেন যেভাবে সাফা পর্বতে করেছেন (মুসলিম-২/৮৮৮)।

১০১. আরাফাতের দু'আ

নবীজি (সা) বলেন, শ্রেষ্ঠ দু'আ হচ্ছে আরাফাত দিবসের দু'আ। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ (আ) কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম দু'আ হচ্ছে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ
 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুদাহ্ লা শারীকা
লাহ্ লাহ্‌ল মুলকু ওয়া লাহ্‌ল হামদু ওয়া
হুওয়া ‘আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর)।

(২৩০) “আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ
নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই,
সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁর। তিনি সমস্ত
জিনিসের উপর সর্বময় শক্তির অধিকারী”
(তিরমিযী-৩/১৮৪)।

১০২. মুজদালিফায় পাঠ করার দু‘আ

(২৩১) জাবের (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কাসওয়া’ নামক
উষ্ট্রীতে আরোহণ করে মুজদালিফায়
আসেন। তিনি কিবলামুখী হয়ে দু‘আ করেন

এবং তাকবীর বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
পাঠ করেন এবং তাঁর একত্ব বর্ণনা করেন।
তারপর তিনি পূর্ণ ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত
সেখানেই অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্য
উদিত হওয়ার পূর্বেই তিনি মুজদালিফা
ত্যাগ করেন” (মুসলিম-২/৮৯১)।

১০৩. প্রতিটি জামরায় কংকর নিক্ষেপকালে
তাকবীর বলা

(২৩২) জামরাগুলোতে প্রতিটি কংকর
মারার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলতেন,
অতঃপর কিছুটা অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী
হয়ে দাঁড়াতেন এবং প্রথম জামরা ও দ্বিতীয়

জামরায় দুই হাত উঁচু করে দু'আ করতেন।
আবার তৃতীয় জামরায় প্রতিটি কংকর
মারার সময় 'আল্লাহ্ আকবার' বলতেন
এবং সেখানে অবস্থান না করে ফিরে
আসতেন (বুখারী-ফাতহুল বারী-৩/৫৮৩,
৩/৫৮৪, মুসলিম)।

১০৪. আশ্চর্যজনক ও আনন্দজনক কিছু
দেখে যা বলবে

سُبْحَانَ اللَّهِ.

(২৩৩) 'সুবহানাল্লাহ' (বুখারী-ফাতহুল বারী
১/২১০, ২৯০, ৪১৪, মুসলিম-৪/১৮৫৭)।

اللَّهُ أَكْبَرُ.

(২৩৪) ‘আল্লাহ্ আকবার’ (বুখারী-ফাতহুল বারী-৮/৪৪১), তিরমিযী-২/১০৩, ২/২৩৫, আহমাদ-৫/২১৮)।

১০৫. আনন্দদায়ক কোন সংবাদ আসলে
যা বলবে

(২৩৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
কোনো আনন্দদায়ক সংবাদ শুনে বরকতময়
আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায়স্বরূপ
সিজদায় পড়ে যেতেন (আবু দাউদ,
তিরমিযী, ইবনে মাজা-১/২৩৩)।

১০৬. শরীরে ব্যথা অনুভব করলে বলবে

(২৩৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার দেহের যে

স্থানে তুমি ব্যথা অনুভব করো সেখানে
তোমার হাত রেখে মলো এবং সাতবার বলো :

بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ
شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعٍ هَذَا.

(বিসমিল্লাহি আউয়ু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া
কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু মিন
ওয়াজাঈ হাযা)।

(২৩৭) “আল্লাহর নামে। এই যে ব্যথা
আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশঙ্কা
করছি তা থেকে আমি আল্লাহর মর্যাদা এবং
কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা
করছি” (মুসলিম-৪/১৭২৮, তিরমিযী)।

১০৭. ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় যা বলবে

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(২৩৮) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (বুখারী-ফাতহুল বারী-৬১৮১, মুসলিম-৪/২২০৮)।

১০৮. কুরবানী করার সময় বলবে

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي.

(বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহ্মা মিনকা ওয়ালাকা আল্লাহ্মা তাকাব্বাল মিন্নী)।

(২৩৯) “আল্লাহর নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! এ কুরবানী

তোমার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং তোমার
জন্যই। আল্লাহ! তুমি আমার তরফ থেকে
তা কবুল করো” (মুসলিম-৩/১৫৯৫,
বায়হাকী-৯২৮৭)।

১০৯. শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করলে
যা বলবে

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي
لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ وَبَرًّا وَذَرًّا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ
شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا

يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتْنِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا
يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

(আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত-তাম্মাতিল্লাতী
লা ইযুজাবিযুহুনা বাররুন ওয়ালা ফাজিরুম
মিন শাররি মা খালাকা ওয়া বারআ ওয়া
যারআ ওয়ামিন শাররি মা ইয়ানযিলু
মিনাস্ সামাই ওয়ামিন শাররি মা ইয়া'রুজু
ফীহা । ওয়ামিন শাররি মা যারআ ফিল্
আরদি ওয়ামিন শাররি মা ইয়াখ'রুজু মিন্হা
ওয়ামিন শাররি ফিতানিল-লাইলি
ওয়ান-নাহারি ওয়ামিন শাররি কুল্লি

তারিকিন ইল্লা তারিকান ইয়াতরু
বিখাইরিন ইয়া রহমান) ।

(২৪০) “আমি আল্লাহর সকল পরিপূর্ণ বাণীর সাহায্যে আশ্রয় চাই যা কোনো সৎলোক বা অসৎলোক অতিক্রম করতে পারে না, ঐ সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, যা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং যা আকাশে উঠে আর যা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে এবং দিন-রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, আর প্রত্যেক আগভূকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, তবে কল্যাণের পথিক ছাড়া হে দয়াময়” (আহমাদ-৩/৪১৯, ইবনুস সুন্নী) ।

১১০. ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা

ক্ষমা প্রার্থনা (ইসতিগফার) ও অনুতাপ-অনুশোচনা (তওবা) প্রকাশ করা ঈমানদার ব্যক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষমা প্রার্থনার যেমন পরকালীন উপকার আছে তেমনি ইহকালের উপকারও আছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنۡ اسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تَوْبُوا۟ إِلَيَّ
يُمَتِّعْكُم مَّتَّعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مَّسْمًى.

(২৪১) “আরো এই যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর

কাছে অনুতপ্ত হও । তিনি একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন” (সূরা হূদ : ৩) ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

(২৪২) “গুনাহ থেকে তওবাকারীর দৃষ্টান্ত এমন যার কোনো গুনাহ নেই” ।

(২৪৩) “রাসূলুল্লাহ (সা) দৈনিক ৭০-এর অধিকবার” (বুখারী), অপর হাদীস মতে ১০০ বার ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করতেন” (মুসলিম) ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা

ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে সে দৈনিক ৭০
বার গুনাহ করলেও বারবার গুনাহকারীদের
.. অন্তর্ভুক্ত নয়” (আবু দাউদ)।

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বলেন, যে ব্যক্তি পড়বে

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

(আস্ তাগ্ ফিরুল্লাহাল-‘আযীমাল্লাযী লা
ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কায্যুমু ওয়া
আতুবু ইলাইহি)।

(২৪৪) “আমি মহামহিম আল্লাহর নিকট
ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ

নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী আমি তাঁরই নিকট তওবা করছি”।

আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়” (আবু দাউদ-২/৮৫, তিরমিযী-৪/৬৯)।

১১১. তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীল-এর ফযীলত

(২৪৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দৈনিক এক শত বার—

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

‘সুব্হানাল্লাহি ওয়াবিহাম্দিহী’ পাঠ করে

তার পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমান হয়ে থাকে (বুখারী-৭/১৬৮, মুসলিম-৪/২০৭১)।

(২৪৬) আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'টি কলেমা এমন যা যবানে উচ্চারণ করা সহজ, (কিয়ামত দিবসে) ওজনে ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় : “

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
الْعَظِيمِ.

(সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুব্হানাল্লাহিল
‘আযীম)।

(২৪৭) “আল্লাহর প্রশংসাসহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি। আল্লাহ মহান” (বুখারী-৭/১৬৮, মুসলিম-৪/০২৭২)।

(২৪৮) সা‘দ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম এমনতাবস্থায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি এক দিনে এক হাজার সওয়াব অর্জন করতে পারে না? তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন, কোনো ব্যক্তি কি করে (এক দিনে) এক হাজার সওয়াব অর্জন করতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি এক শতবার

‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে তার জন্য এক হাজার
সওয়াব লেখা হবে এবং তার এক হাজার
পাপ মুছে ফেলা হবে” (মুসলিম-৪/২০৭৩)।

(২৪৯) জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে
ব্যক্তি বলবে

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ.

(সুবহানাল্লাহিল ‘আযীমি ওয়াবিহাম্দিহী)

“মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা
করছি এবং তাঁর প্রশংসাও করছি”- তার
জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হবে
(তিরমিযী-৫/১১, হাকেম-১/৫০১)।

(২৫০) আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! আমি কি বেহেশতের এক (বিশেষ) রত্নভাণ্ডার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই। আল্লাহ রাসূল (সা) বলেন, তুমি বলো :

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

(লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

“অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করার কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া” (বুখারী-ফাতহুল বারী-১১/২১৩, মুসলিম-৪/২০৭৬)।

(২৫১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কালাম চারটি, তার যে কোনোটি দিয়েই তুমি শুরু করো তাতে তোমার ক্ষতি নেই। তা হলো :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

(সুব্হানাল্লাহি ওয়ালহাম্দু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার)।

“আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করছি। সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান” (মুসলিম-৩/১৬৮৫)।

(২৫২) তারেক আল-আশযা'ঈ (রা)
বলেন, কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করলে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাকে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতেন।
অতঃপর এসব কথা দিয়ে দু'আ করার
আদেশ দিতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاَرْحَمْنِيْ وَاَهْدِنِيْ
وَعَافِنِيْ وَاَرْزُقْنِيْ.

(আল্লাহ্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহ্দিনী
ওয়া 'আফিনী ওয়ারযুকনী)।

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো,
আমাকে দয়া করো, আমাকে তুমি সরল

পথে পরিচালিত করো, আমাদের নিরাপদ রাখো এবং আমাকে রিযিক দান করো” । এসব বাণী পড়লে তোমার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই হাসিল হবে (মুসলিম) ।

(২৫৩) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সর্বশ্রেষ্ঠ দু‘আ ‘আল্‌হামদু লিল্লাহ’ এবং সর্বোত্তম যিকির ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ (তিরমিযী-৫/৪৬২, ইবনে মাজা-২/১২৪৯) ।

১১২. নবী (সা)-এর তাসবীহ পাঠ

(২৫৪) ‘আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে তাঁর ডান হাতের আঙ্গুলে
তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি (আবু
দাউদ-২/৮১, তিরমিযী-৫/৫২১)।

صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّم وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

(সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম ওয়াবারকা ‘আলা
নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলিহী
ওয়া আসহাবিহী আজ্জামাইন)।

“দরুদ ও সালাম এবং বরকত আমাদের
নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম), তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের
উপর বর্ষিত হোক। আমীন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ
 الصَّالِحَاتِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(আল্‌হাম্দু লিল্লাহিল্লাযী বিনি‘মাতিহী
 তাতিম্মুস সালিহাত রব্বানাগ্‌ফির লী
 ওয়ালিওয়ালিদায়্যা ওয়ালিল-মু‘মিনীনা
 ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব) ।

(২৫৫) “সকল প্রশংসা আল্লাহ জন্য যার
 নিয়ামতে যাবতীয় নেক কাজসমূহ সম্পাদিত
 হয়। হে আল্লাহ! আমাকে, আমার
 পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে
 হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও” ।

কুরআন মজিদের কতিপয় দু'আ

১১৩. আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-র দু'আ

যে দু'আ পড়ে হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ) আব্বাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন—

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ.

(২৫৬) “হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো” (সূরা আল-আ'রাফ : ২৩)।

১১৪. পার্শ্ব উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(২৫৭) “হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে
পৃথিবীতে কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও
কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে
দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো” (সূরা
আল-বাকারা : ২০১)।

১১৫. ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ.

(২৫৮) “হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে তুমি কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী” (সূরা বাকারা : ১২৭)।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ

(২৫৯) “হে আমার প্রভু! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধর থেকেও। হে আমাদের প্রভু! আমার আবেদন কবুল করো। হে আমাদের প্রভু! যেদিন হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে সেদিন

আমাকে আমার মাতা-পিতাকে এবং সকল
 ঈমানদার ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিও” (সূরা
 ইবরাহীম : ৪০-৪১)।

১১৬. ভুল-ত্রুটি ও বিপদমুক্ত থাকার দু'আ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ
 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا
 حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا
 تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا
 وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

(২৬০) “হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের শ্রেষ্টার করো না। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের আগেকার লোকদের উপর যেমন গুরুভার অর্পণ করেছিলে সেরকম গুরুভার আমাদের উপর অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রভু! এমন দায়িত্বভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই। তুমি আমাদের পাপ মুছে ফেলো, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি দয়া করো, তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব তুমি আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো” (সূরা আল-বাকার : ২৮৬)।

১১৭. বিপদে ধৈর্যধারণের দু'আ

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

(২৬১) “হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো, আমাদের পদক্ষেপসমূহ অবিচল রাখো এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো” (সূরা আল-বাকারা : ২৫০)।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا
مُسْلِمِينَ.

(২৬২) “হে আমাদের প্রভু! আমাদের ধৈর্য

দান করো এবং মুসলমান থাকা অবস্থায়
আমাদের মৃত্যু দান করো” (সূরা
আল-আ'রাফ : ১২৬)।

১১৮. অত্যাচারী যালেমদের সহযোগী না
হওয়ার দু'আ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

(২৬৩) “হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে
অত্যাচারী যালেমদের সহযোগী বানিও না”
(আল-আ'রাফ : ৪৭)।

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

(২৬৪) “হে প্রভু! তুমি আমাকে অত্যাচারী
যালেম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করো না” (সূরা
আল-মুমিনুন : ৯৪)।

১১৯. হযরত ইউনুস (আ)-এর দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ.

(২৬৫) (হে আল্লাহ!) “তুমি ছাড়া আর
কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, মহান।
নিশ্চয়ই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের
অন্তর্ভুক্ত” (সূরা আল-আম্বিয়া : ৮৭)।

১২০. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর
আশ্রয় প্রার্থনা

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ.
وَاَعُوْذُ بِكَ رَبَّ اَنْ يَّحْضُرُونِ.

(২৬৬) “হে আমার প্রভু! আমি শয়তানের
কুমন্ত্রণা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।
হে আমার রব! আমার কাছে সেগুলোর
উপস্থিত হওয়া থেকেও তোমার কাছে আশ্রয়
চাই” (সূরা আল-মু'মিনুন : ৯৭-৯৮)।

১২১. ঈমানের উপর অবিচল থাকার দু'আ
 رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ
 لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
 الْوَهَّابُ.

(২৬৭) “হে আমাদের রব! তুমি
আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার পর
আমাদের অন্তরগুলোকে বিপথগামী করো

না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে
রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি সীমাহীন
দানকারী” (সূরা আলে ইমরান : ৮)।

১২২. ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা ও
বিষেষমুক্ত অন্তর কামনা করা

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ
رَحِيمٌ

(২৬৮) “হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে
এবং আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে

তাদেরকে মাফ করে দাও এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না” (সূরা আল-হাশর : ১০)।

১২৩. কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করা

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي
أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

(২৬৯) “হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের কাজে-কর্মে সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করে দাও, আমাদের

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَرِثِينَ.

(২৭২) “হে আমার প্রভু! আমাকে
নিঃসন্তান রেখো না। তুমিই তো শ্রেষ্ঠ
উত্তরাধিকারী” (সূরা আল-আযিয়া : ৮৯)।

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ
سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

(২৭৩) “হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে
তোমার পক্ষ থেকে একটি পবিত্র সন্তান
দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শোনো”
(সূরা আলে ইমরান : ৩৯)।

১২৭. দয়াময়ের বান্দাদের উত্তম বংশধর
কামনা করা

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

(২৭৪) “হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে
দৃষ্টিনন্দন স্ত্রী ও সন্তান দান করো এবং
আমাদেরকে ধার্মিকদের নেতা বানাও”
(সূরা আল-ফুরকান : ৭৪)।

১২৮. জ্ঞানবান বান্দাদের দু‘আ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا جُ سُبْحَنَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ

النَّارَ فَقَدْ أَخَذَيْتَهُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
 أَنْصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا
 يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا -
 رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
 سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا
 مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْذِنَا يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ ط إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

(২৭৫) “হে আমাদের রব! তুমি এগুলো
 (বিশ্বজগত) অযথা সৃষ্টি করোনি। তুমি
 পবিত্র মহান। অতএব তুমি আমাদেরকে

দোষখের শাস্তি থেকে রেহাই দাও। হে
আমাদের প্রভু! তুমি কাউকে দোষখে প্রবেশ
করালে তাকে তো নিশ্চিতরূপেই দাঙ্কিত
করলে। অত্যাচারী যালেমদের জন্য কোনো
সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের
প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বানকারীকে
ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি
'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর
ঈমান আনো'। অতএব আমরা ঈমান
এনেছি। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের
গুনাহ মাফ করো, আমাদের মন্দ কাজসমূহ
মুছে ফেলো এবং ধার্মিক লোকদের সাথে
আমাদের মৃত্যু ঘটানো। হে আমাদের প্রভু!

তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে যা দেয়ার ওয়াদা করেছো তা আমাদেরকে দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাক্ষিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না” (সূরা আলে ইমরান : ১৯১-১৯৪)।

১২৯. হযরত সুলায়মান (আ)-এর দু‘আ
 رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
 عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

(২৭৬) “হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে যেসব নিয়ামত দান করেছো তোমার প্রতি তার শুকরিয়া আদায় করার এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি তার সামর্থ্য আমাকে দান করো এবং তোমার দয়ায় আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো” (সূরা আন-নামল : ১৯) ।

১৩০. কৃতজ্ঞ বান্দার আকুতি

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ

اِنِّىٓ تَبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىٓ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
 (২৭৭) “হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ও
 আমার মাতা-পিতাকে যেসব নিয়ামত দান
 করেছো তোমার প্রতি তার শুকরিয়া আদায়
 করার এবং তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ
 করার সুযোগ দান করো এবং আমার স্বার্থে
 আমার সম্ভানদের সৎকর্মপরায়ণ বানাও।
 নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে তওবা করছি
 এবং অবশ্যই আমি আত্মসমর্পণকারীদের
 অন্তর্ভুক্ত” (সূরা আল-আহ্কাফ : ১৫)।

রাসূলুল্লাহ (স) এই বলে দু‘আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ
وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ
الْأَرْبَعِ.

(আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আ'উযু বিকা মিন কালবিন
লা ইয়াখশা'উ ওয়া মিন দু'আইন লা
ইউসমা'উ ওয়ামিন নাফসিন লা তাশবা'উ
ওয়ামিন 'ইলমিন লা ইয়ানফা'উ। আ'উযু
বিকা মিন হাউলাইল আরবাই')।

(২৭৮) “হে আল্লাহ! তোমার কাছে আশ্রয়
চাই ভয়শূন্য অন্তর থেকে, এমন দু'আ
থেকে যা কবুল হয় না, এমন প্রবৃত্তি থেকে
যা তৃপ্ত হয় না এবং অনুপকারী জ্ঞান থেকে”
(তিরমিযী, দাওয়াত, বাব ৬৮, নং ৩৪৮২)।

১৩১. দু'আ কেন কবুল হয় না?

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র)

শাকীক আল-বালখী (র) বলেন, একদা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বসরার বাজারে ঘোরাফেরা করছিলেন। লোকজন তাঁর কাছে জড়ো হয়ে বললো, হে ইসহাকের পিতা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, “তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো” (সূরা যু'মিন : ৬০)। আমরা তো বেশ কিছুকাল ধরে দু'আ করছি কিন্তু তার কোনো জবাব পাচ্ছি না। তিনি বলেন, হে বসরাবাসী! দশটি কারণে তোমাদের কলব

(অন্তর) মরে গেছে। কি করে তোমাদের
দু'আ কবুল হবে?

(এক) “তোমরা আব্বাহর পরিচয় লাভ
করেছো, কিন্তু তাঁর দাবি পূরণ করছো না।

(দুই) তোমরা কুরআন পড়ো কিন্তু
তদনুযায়ী কাজ করো না।

(তিন) তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি
তোমাদের ভালোবাসার দাবিদার কিন্তু তাঁর
আদর্শ ত্যাগ করেছো।

(চার) তোমরা শয়তানকে নিজেদের শত্রু
বলে দাবি করো, অথচ তার অনুসরণ করো
এবং তার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করো।

(পাঁচ) তোমরা জান্নাতে যাবার দাবিদার,
কিন্তু তার জন্য কোনো কাজ করো না।

(ছয়) তোমরা দোষখ থেকে মুক্তি লাভের
আকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তোমরা নিজেরাই তাতে
নিজেদের নিষ্কেপ করছো ।

(সাত) তোমরা বলে থাকো মৃত্যু চিরসত্য,
অথচ তার জন্য তোমাদের কোনো প্রস্তুতি নেই ।

(আট) তোমরা অপরের দোষচর্চায় লিপ্ত
থাকো, কিন্তু নিজেদের দোষ দেখো না ।

(নয়) তোমরা তোমাদের প্রভুর অব্যবহৃত
অনুগ্রহ ভোগ করছো, অথচ তাঁর গুণকরিয়া
আদায় করো না ।

(দশ) তোমরা তোমাদের মৃতদের দাফন
করো, কিন্তু তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না ।”

সমাপ্ত



পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

কাটাঘন বাংলাবাজার মগবাজার

www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com